শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলবন্দার-স্তোত্ররত্নম্

শ্রীমন্মহামুনি-শ্রীযামুনাচার্য্য-প্রণীতম্

শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ত-
তীর্থ-ভাগবতশাস্ত্রিকৃতেন সান্বয়ানুবাদ-সমেতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব-
গোস্বামি-মহারাজ-বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ ত্রিদণ্ডি-
স্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১২ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্য-বাণী"-ইত্যাখ্য-
মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-
মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব

২৬ হৃষীকেশ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
১৭ ভাদ্র, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পুরী (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর —৭৮৪০০১
(অসম)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
গৌহাটী-৮ (অসম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
আগরতলা (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥"

—পদ্মপুরাণ

'সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসকল নিষ্ফল। বহু বহু সাধনাদ্বারা শত-কোটি কল্পকালেও সেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবন-পাবন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে।'

ব্যবহারিক জগতে 'সম্প্রদায়' শব্দ 'সঙ্কীর্ণতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সম্প্রদায়'-শব্দের অর্থ—সম্যক্ প্রদত্ত হইয়াছে জ্ঞান যে ধারায়। যে ধারায় গুরু-পরম্পরাগত প্রাপ্ত-জ্ঞানের শুদ্ধিতা সংরক্ষিত হইয়াছে। চারি ধারায় জগতে যে ভগবজ্‌জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যযুগীয় প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চারি আচার্য্যের নিত্য সেবা শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অধস্তনরূপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরু-ষোত্তমধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠোপরি গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে চারি আচার্য্যের নিত্যসেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, 'রামানুজ হৈতে' আমি লই দুই সার। 'অনন্য ভকতি' 'ভক্তজন সেবা আর'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। 'পরম্পরা—শ্রীবিষ্ণু (নারায়ণ), শ্রীলক্ষ্মী,

শ্রীসেনেশ, শ্রীশঠকোপ, শ্রীনাথযোগী, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীরাম মিশ্র, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীমহাপূর্ণ, শ্রীরামানুজাচার্য্য।

শ্রীযামুনাচার্য্য (নামান্তর আলবন্দার, শ্রীনাথমুনির পৌত্র) শ্রীরাম-মিশ্রের নিকট হইতে বেদবেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অতি বাল্যকাল হইতেই পরমতখণ্ডনে অদ্বিতীয় শক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রীযামুনাচার্য্য স্তোত্ররত্ন, চতুঃশ্লোকী, আগম প্রামাণ্য, সিদ্ধিত্রয়, গীতা-সংগ্রহ, মহাপুরুষনির্ণয় নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। স্তোত্ররত্ন, চতুঃশ্লোকী ও শ্রীগীতাসংগ্রহের উপর বিভিন্ন আচার্য্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেঙ্কটনাথের টীকাসমূহ প্রসিদ্ধ—শ্রীগৌড়ীয় দর্শন—১৩২ ও ১৩৩ পৃষ্ঠা

'যামুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক মহামনস্বী। ইনি রামানুজের পরমগুরু। ইঁহার অন্য নাম আলবন্দার। ইনি 'স্তোত্ররত্ন' নামে যে কবিতা রচনা করেন, তাহার কতিপয় শ্লোক গৌড়ীয় গুরু-গোস্বামিগণ সাদরে স্বীকার করিয়াছেন।'—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

'শ্রীরামানুজাচার্য্যের পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী। শ্রীকান্তিমতী শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীযামুন মুনির একজন প্রধান শিষ্য।'—শ্রীগৌড়ীয় দর্শন ১২৯ পৃষ্ঠা

'যামুনাচার্য্য স্বামিন্ রঙ্গক্ষেত্রবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি আগম প্রামাণ্য, আলমন্দারস্তোত্র, গুণবাদ, চতুঃশ্লোকী, নাথস্তুতি বা আত্মমন্দিরস্তোত্র, ভগবদ্গীতা টীকা, ভগবদ্গীতার্থ সংগ্রহ, রামাষ্টক, সম্বৎসিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, স্তোত্রভাষ্য, স্তোত্ররত্ন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ও শ্রীশ্রীনিবাসকৃত যতীন্দ্রমত দীপিকা গ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।' —বিশ্বকোষ

The philosopher yamunacarya (flourished 1050 A. D.) taught the path of prapatti complete

surrender to god—The New Encyclopaedia Britannica 21-194-la.

শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী এম্-এ-কাব্য, ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন, বেদান্ততীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী দুষ্প্রাপ্য মহামুনি যামুনাচার্য্য লিখিত 'আলবন্দর-স্তোত্ররত্ন' গ্রন্থের সাধারণ্যে বোধ সৌকর্য্যার্থে উহার বাংলা ভাষায় অন্বয় ও অনুবাদ লিখিয়া ভজনপরায়ণ সাধুগণের অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ গ্রন্থমুদ্রণে পূর্ণানুকূল্য বিধান এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ প্রুফসংশোধনাদি সেবার দ্বারা 'স্তোত্ররত্ন-গ্রন্থ' শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্যবাণী মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলবন্দার-স্তোত্ররত্নম্

স্বাদয়ন্নিহ সর্ব্বেষাং ত্রয্যন্তার্থং সুদুর্গ্রহম্।
স্তোত্রয়ামাস যোগীন্দ্র-স্তং বন্দে যামুনাহ্বয়ম্ ॥ ০ ॥

অন্বয়—যঃ যোগীন্দ্রঃ (যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে শ্রীযামুনাচার্য্য) সুদুর্গ্রহং (যাহা গ্রহণ ও ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন) ত্রয্যন্তার্থং ('ত্রয়ী' বলিতে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই বেদত্রয়, তাহার অন্তভাগ উপনিষদ্, অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের অর্থ) ইহ সর্ব্বেষাং (এই সংসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ ও যতি সকলকে) স্বাদয়ন্ (আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত) স্তোত্রয়ামাস (এই ভগবৎস্তোত্র রচনা করিয়াছেন), তং যামুনাহ্বয়ম্ (যামুন মুনি এই নাম যাঁহার, সেই শ্রীআলমন্দারুকে অথবা আলবন্দারকে) বন্দে (আমি নমস্কার করিতেছি—ইহা ভাষ্যকার শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামীজির প্রশংসাপর প্রারম্ভিক শ্লোক।) ॥ ০ ॥

অনুবাদ—দুরধিগম্য বেদশাস্ত্রের অর্থ সাংসারিক জীবগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত যোগীন্দ্র শ্রীযামুনাচার্য্য এই ভগবৎস্তোত্র রচনা করিয়াছেন, সেই নারায়ণ-ভক্তিপরায়ণ যামুন মুনি নামক শ্রীআলমন্দারুকে আমি নমস্কার করিতেছি। (আলবন্দার, আলমন্দারু—ইহা শ্রীযামুনাচার্য্যের নামান্তর।) ॥ ০ ॥

নমো নমো যামুনায় যামুনায় নমো নমঃ।
নমো নমো যামুনায় যামুনায় নমো নমঃ ॥ ০ ॥

অন্বয়—যামুনায় নমঃ নমঃ (শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামীজিকে বারবার

নমস্কার করি। —এই আদরাতিশয়সূচক শ্লোক 'পিল্লৈলোকাচার্য্য' স্বামীজি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত।) ॥ ০ ॥

অনুবাদ—পুনরায় শ্রীযামুন মুনিকে বারম্বার নমস্কার করি ॥০॥

নমো যামুনপাদাব্জ-রেণুভিঃ পাবিতাত্মনে।
বিদিতাখিল-বেদ্যায় গুরবে বিদিতাত্মনে ॥ ০ ॥

অন্বয়—যামুন-পাদাব্জ-রেণুভিঃ (শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামীজির চরণকমলের রজের দ্বারা) পাবিতাত্মনে (যিনি নিজের আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন), বিদিতাখিলবেদ্যায় (সম্পূর্ণ যথার্থ জ্ঞান যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন), বিদিতাত্মনে (যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন), গুরবে নমঃ (সেই মদীয় শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। —এই পদ্যের দ্বারা শ্রীরামানুজাচার্য্য নিজ গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণ স্বামীজির স্তুতি করিয়াছেন।) ॥ ০ ॥

অনুবাদ—শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামীজির চরণকমলের রেণুর দ্বারা যিনি নিজের আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন, অখিল বেদ্যপদার্থ যাঁহার বিদিত, আত্ম-সাক্ষাৎকারী সেই মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'শ্রীমহাপূর্ণ' স্বামীজিকে নমস্কার করিতেছি ॥ ০ ॥

নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্ট-জ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
নাথায় মুনয়েঽগাধ-ভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে ॥ ১ ॥

অন্বয়—অচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্ট-জ্ঞান-বৈরাগ্য-রাশয়ে (যাহা চিন্তা করা অশক্য, অচিন্তনীয়, অত্যাশ্চর্য্যময়, অক্লিষ্ট বলিতে বিনা ক্লেশে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ এবং শ্রীশঠকোপ স্বামীজির কৃপাতে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরাশি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ ক্লেশরহিত চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, চিৎ বলিতে জীব, অচিৎ দেহাদি সমস্ত প্রপঞ্চ এবং ঈশ্বর বলিতে শ্রীনারায়ণ—এই তত্ত্বত্রয়াত্মক জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যের যিনি রাশি অর্থাৎ শেষ সীমা, তাঁহাকে) অগাধ-ভগবদ্ভক্তি-সিন্ধবে (অগাধ

বলিতে অপরিমেয় ষড়্ গুণৈশ্বর্য্য ভগবান্ শ্রীনারায়ণের তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি-সন্তানরূপ ভক্তির যিনি সমুদ্রস্বরূপ) মুনয়ে (যিনি মননশীল, মনন বলিতে যুক্তির দ্বারা অনুচিন্তন, তদ্‌যুক্ত) নাথায় নমঃ (শ্রীনাথমুনি স্বামীজির উদ্দেশ্যে আমাদের নমস্কার। —শ্রীগুরুবন্দনা করিয়া শ্রীভগবানের বন্দনা করা কর্ত্তব্য, এইজন্য এই শ্লোকে শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামীজি নিজগুরুদেব 'শ্রীনাথমুনি' স্বামীজির প্রণাম করতঃ তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির বর্ণনা করিলেন।) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি অচিন্ত্য, অদ্ভুত, অক্লিষ্ট জ্ঞান ও বৈরাগ্যরাশি এবং অগাধভগবদ্ভক্তি-সমুদ্রের স্বরূপ, সেই শ্রীমন্নাথ মুনিকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

তস্মৈ নমো মধুজিদঙ্‌ঘ্রিসরোজতত্ত্ব-
জ্ঞানানুরাগ-মহিমাতিশয়ান্ত-সীম্নে।
নাথায় নাথমুনয়েঽত্র পরত্র চাপি,
নিত্যং যদীয়-চরণৌ শরণং মদীয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—যদীয়-চরণৌ (যে নাথমুনির পাদযুগল) অত্র (ইহলোকে, অর্থাৎ স্বরূপ-তিরোধাপিনী এই লীলাবিভূতিতে) পরত্র চ অপি (এবং পরলোকেও, অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশক পরম পদে, অর্থাৎ সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশাতেই) নিত্যং (সদা) মদীয়ং (আমার) শরণং (উপায়, অর্থাৎ রক্ষক—এই অর্থ), মধুজিদঙ্‌ঘ্রি-সরোজ-তত্ত্বজ্ঞানানুরাগ-মহিমাতিশয়ান্ত-সীম্নে (মধু নামক কোন রাক্ষসকে যিনি জয় করিয়াছেন মধুজিৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কমলসদৃশ পাদযুগলের যথার্থ জ্ঞান এবং অনুরাগমহিমার বলিতে ভক্তিপ্রভাবের অতিশয় অর্থাৎ প্রেমাধিক্যাতিশয্যের যিনি চরম সীমাস্বরূপ) নাথায় নাথমুনয়ে (আমার স্বামী শ্রীনাথমুনির উদ্দেশ্যে) নমঃ (বারম্বার প্রণাম—এখানে শ্রীনাথমুনি স্বামীজির জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণনা করা হইল।) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ইহলোক ও পরলোকে যাঁহার শ্রীচরণযুগল নিত্যই আমার শরণ্য (আশ্রয়), যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দের তত্ত্বজ্ঞান, অনুরাগ ও মহিমাতিশয্যের অন্তসীমা অর্থাৎ অবধিস্বরূপ, আমার স্বামী সেই শ্রীনাথমুনির উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

ভূয়ো নমোঽপরিমিতাচ্যুত-ভক্তিতত্ত্ব-
জ্ঞানামৃতাব্ধি-পরিবাহ-শুভৈ র্বচোভিঃ ।
লোকেঽবতীর্ণ-পরমার্থ-সমগ্রভক্তি-
যোগায় নাথমুনয়ে যমিনাং বরায় ॥ ৩ ॥

অন্বয়—(শ্রীনাথমুনি স্বামীজির উদ্দেশ্যে পুনরায় নমস্কার করিতেছেন)—অপরিমিতাচ্যুত-ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞানামৃতাব্ধি-পরিবাহ-শুভৈঃ বচোভিঃ (সীমাতীত চ্যুতিরহিত ভগবান্ শ্রীনারায়ণের প্রতি ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃত-সাগরের 'পরিবাহ' বলিতে অধিক জল নিঃসারণের নিমিত্ত নিঃসরণ-বিশেষ, অর্থাৎ প্রবাহ, তাহার ন্যায় মাঙ্গলিক দিব্য বচনসমূহের দ্বারা) লোকে (এই সংসারে) অবতীর্ণ-পরমার্থ-সমগ্র-ভক্তিযোগায় (পরম পুরুষার্থরূপ পরিপূর্ণ ভক্তিযোগ যিনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন), যমিনাং বরায় (যিনি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), নাথ-মুনয়ে (সেই নাথমুনি স্বামীজির উদ্দেশ্যে) ভূয়ঃ নমঃ (পুনরায় বারম্বার নমস্কার করিতেছি।) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীমন্নারায়ণের অপরিমিত ভক্তি এবং তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ অমৃতসাগরের অধিক জল নিঃসারণার্থ পরিবাহরূপ রমণীয় বাক্যসকলের সহিত জগতে পরমার্থ সমগ্র ভক্তিযোগরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীনাথমুনিকে পুনরায় নমস্কার করি ॥৩॥

তত্ত্বেন যশ্চিদচিদীশ্বর-তৎস্বভাব-
ভোগাপবর্গ-তদুপায়-গতীরুদারঃ ।

সন্দর্শয়ন্নিরমিমীত পুরাণ-রত্নং,
তস্মৈ নমো মুনিবরায় পরাশরায় ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যঃ উদারঃ (যিনি উদার-স্বভাব মহর্ষিশ্রেষ্ঠ) চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব-স্বভাব-ভোগাপবর্গ-তদুপায়-গতীঃ (চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং উহাদের স্বভাব, ভোগ ও অপবর্গ বলিতে বিষয়ের অনুভব ও মোক্ষ, এবং তদুপায় বলিতে এই সকলের প্রাপ্তি করিবার উপায় ও গতি বলিতে মরণান্তে প্রাণিগণের অর্চ্চিরাদিমার্গে যাইবার পথ প্রভৃতির কথা) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) সন্দর্শয়ন্ (দেখাইবার জন্য) পুরাণরত্নং (পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ) নিরমিমীত (রচনা করিয়াছেন), তস্মৈ মুনিবরায় (সেই মুনিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য) পরাশরায় (শ্রীপরাশর মহর্ষিকে) নমঃ (আমাদের নমস্কার ।) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীযামুনাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-নির্ম্মাতা পরাশর মহর্ষিকে নমস্কার করিতেছেন— যিনি চিৎ (জীব), অচিৎ (দেহাদি অচেতন পদার্থ), ঈশ্বর (শ্রীমন্নারায়ণ)—এই তিনের স্বভাব অর্থাৎ গুণসকল, তথা ভোগ (সুখানুভব), অপবর্গ (মোক্ষ), ইহাদের উপায়রূপ গতি যথার্থরূপে দর্শন করাইবার নিমিত্ত পুরাণশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপুরাণকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশরকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ,
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্ ।
আদ্যস্য নঃ কুলপতে-র্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি-যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যদেব (যে শ্রীপাদযুগলই) নিয়মেন (সর্ব্বদার জন্য) মদন্বয়ানাং (শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী বলিতেছেন—আমার বংশধরগণের অর্থাৎ আমার সম্বন্ধান্বিত সকলের পক্ষে) তদঙ্ঘ্রিযুগলং (শ্রীশটকোপ

স্বামীজির সেই পাদপদ্মদ্বয়) মাতা পিতা যুবতয়ঃ তনয়াঃ (মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র) বিভূতিঃ সর্ব্বং (এবং ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত কিছু, অর্থাৎ সকল অভীষ্ট প্রদাতা)। নঃ কুলপতেঃ আদ্যস্য (আমাদের শ্রীবৈষ্ণবগণের কুলের যিনি আদ্য, অর্থাৎ প্রথম আচার্য্য), বকুলাভিরামং (বকুল পুষ্পের দ্বারা শোভিত) শ্রীমৎ তদঙ্ঘ্রিযুগলং (শ্রীশটকোপ স্বামীজির শ্রীমৎ অর্থাৎ দেদীপ্যমান সেই প্রসিদ্ধ চরণযুগলকে) মূর্দ্ধ্না (মস্তকের দ্বারা) প্রণমামি (প্রণাম করিতেছি।) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীযামুন মুনি শ্রীশটকোপ সূরির পাদযুগলকে নমস্কার করিতেছেন—যে পাদযুগলই নিয়ম দ্বারা মদ্বংশজাত সকলের মধ্যে মাতা, পিতা, যুবতি, তনয়, বিভূতি (ঐশ্বর্য্য)—এই সমুদয় হইয়াছেন, আদ্য (প্রথম আচার্য্য), আমাদিগের কুলস্বামি শটকোপ সূরির বকুলাভিরাম অর্থাৎ বকুলপুষ্প দ্বারা অভিরাম (রম্য) শ্রীমৎ (বৈষ্ণবসম্পৎ সহিত) সেই পাদযুগলকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করি ॥৫॥

যন্মূর্দ্ধ্নি মে শ্রুতিশিরঃসু চ ভাতি যস্মি-
ন্নস্মন্মনোরথপথঃ সকলঃ সমেতি।
স্তোষ্যামি নঃ কুলধনং কুলদৈবতং তৎ,
পাদারবিন্দ-মরবিন্দবিলোচনস্য ॥ ৬ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবচ্চরণের বন্দনা—যৎ (ভগবানের যে শ্রীচরণকমল) মে মূর্দ্ধ্নি (আমার মস্তকে) শ্রুতিশিরঃসু চ (এবং বেদসকলের শিরোভাগে) ভাতি (শোভিত হইতেছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজের বাৎসল্যগুণে বশীভূত হইয়া ভক্তগণের মস্তক স্বীয় চরণকমলের দ্বারা শোভিত করিয়াছেন)। যস্মিন্ (যে ভগবৎ পদারবিন্দে) সকলঃ অস্মৎ-মনোরথপথঃ (আমাদের সম্পূর্ণ অভিলাষের প্রবাহ, অর্থাৎ আমাদের মনোরথের পথসকল) সমেতি (সম্যক্‌রূপে গমন করিতেছে, নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ ভক্তের নিকট ঐ চরণ-

কমলই পরম পুরুষার্থ)। তৎ (ঐ চরণকমল) নঃ কুলধনং কুল-দৈবতং চ (আমাদিগের কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত পৈতৃক ধন এবং কুলের আরাধ্যদেব, অতএব অবশ্য সেবনীয়, স্বয়ং ফলস্বরূপ)। অরবিন্দ-লোচনস্য (এইপ্রকার কমললোচন শ্রীভগবানের) পাদারবিন্দং (কমল-সদৃশ সুকোমল চরণযুগলকে) স্তোষ্যামি (আমি স্তুতি করিতেছি।) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যামুন মুনি 'যন্মূর্দ্ধ্নি' ইত্যাদি শ্লোক হইতে স্তোত্র সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীনারায়ণকে সম্যক্ বর্ণনায় অশক্ত হইয়া অন্য প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন—যে পদারবিন্দ আমার মস্তকে এবং শ্রুতি-শিরে অর্থাৎ বেদান্তে দীপ্তি পাইতেছেন, যে পাদপদ্মে আমা-দিগের মনোরথের পথসকল মিলিত হইতেছে, এবং যাহা আমা-দিগের কুলধন অর্থাৎ বংশের মূলধন ও কুলদৈবত, অরবিন্দবিলো-চনের সেই পাদারবিন্দকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

তত্ত্বেন যস্য মহিমার্ণব-শীকরাণুঃ,
শক্যো ন মাতুমপি শিব-পিতামহাদ্যৈঃ।
কর্ত্তুং তদীয়-মহিমস্তুতি-মুদ্যতায়,
মহ্যং নমোঽস্তু কবয়ে নিরপত্রপায় ॥ ৭ ॥

অন্বয়—ভগবৎস্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্কোচে নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—যস্য মহিমার্ণব-শীকরাণুঃ (বেদপ্রতিপাদ্য যে ভগবানের মহিমারূপ সমুদ্রের জলকণাসমূহের এক অতি অল্প ভাগও) শিব-পিতামহাদ্যৈঃ (শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ) তত্ত্বেন (যথার্থ-রূপে) মাতুম্ অপি (পরিমাণ করিতেও, অর্থাৎ জানিতেও) ন শক্যঃ (সমর্থ হন না), তদীয়-মহিম-স্তুতিং কর্ত্তুম্ (সেই মহান্ মহিমাময় ভগবানের বৈভব বর্ণনা করিতে) উদ্যতায় নিরপত্রপায় কবয়ে মহ্যং (উদ্যত অল্পজ্ঞ এবং নির্ল্লজ্জ আমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার থাকুক, অর্থাৎ আমাকে ধিক্কার।) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে শ্রীমন্নারায়ণের মহিমা-সমুদ্রের জলকণালেশ মহাদেব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ যাথার্থ্যরূপে পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়েন না, আমি কি নির্ল্লজ্জ ও পণ্ডিতাভিমানী যে সেই শ্রীনারায়ণের মহিমা স্তুতি করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমাকে নমস্কার থাকুক। (অর্থাৎ শঙ্কর ও পিতামহাদি দেবগণ ভগবন্মহিমার স্তব করিতে সমর্থ হন না, মূঢ়বুদ্ধি আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব বলিয়া সাহস করিতেছি, অতএব আমাকে ধিক্।) ॥ ৭ ॥

যদ্বা শ্রমাবধি যথামতি চাপ্যশক্তঃ,
স্তৌম্যেবমেব খলু তেঽপি সদা স্তুবন্তঃ।
বেদাশ্চতুর্ম্মুখাশ্চ মহার্ণবান্তঃ,
কো মজ্জতো-রণু-কুলাচলয়ো-র্বিশেষঃ ? ৮ ॥

অন্বয়—যদ্‌বা (অথবা, বিকল্পপক্ষে পুনরায় বলিতেছেন—হে প্রভো!) অশক্তঃ অপি (শক্তিহীন হইয়াও) শ্রমাবধি বা (সম্পূর্ণ-রূপে ক্লান্ত হইলেও) যথামতি (আমার বুদ্ধি অনুসারে) স্তৌমি (আপনার স্তুতি করিব, এখানে ভবিষ্যদর্থে বর্ত্তমান-সামীপ্যে লট্ প্রত্যয় হইয়াছে)। সদা স্তুবন্তঃ (সর্ব্বদা স্তুতিপরায়ণ) বেদাঃ (ঋগাদি চতুর্ব্বেদ) চতুর্ম্মুখাঃ চ (এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও) এবম্ এব (এই প্রকারই যথামতি আপনার স্তুতি করিতেছেন)। মহার্ণবান্তঃ মজ্জতঃ (মহান্ সমুদ্রে নিমজ্জিত) অণু-কুলাচলয়োঃ (পরমাণু এবং কুলাচলের মধ্যে) কঃ বিশেষঃ ? (কি বিশেষ ? অর্থাৎ অগাধ সমুদ্রের মধ্যে নিপতিত এক অণু ও বিশাল পর্ব্বতের মধ্যে কি পার্থক্য ?) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্তুতি করিতেছেন—ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, তথা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয় সর্ব্বদা যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, আমি স্তব করিতে অসমর্থ

হইলেও, আমার যে পর্য্যন্ত শ্রান্তি না হয় অথবা আমার বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, সেই পর্য্যন্ত স্তব করিব। কারণ মহাসাগরে নিমগ্ন পরমাণু ও কুলপর্ব্বতের বিশেষ কি ? (অর্থাৎ যখন বেদাদিই শ্রীভগবানের মহান্ মহিমা যথার্থরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন, তাহাতে আমি তো অজ্ঞ, আমাদের উভয়ের পার্থক্য সমান, অতএব আমিও যথামতি আপনার স্তুতি করিব।) ॥ ৮ ॥

কিঞ্চৈষ শক্ত্যতিশয়েন ন তেঽনুকম্প্যঃ,
স্তোতাপি তু স্তুতিকৃতেন পরিশ্রমেণ।
তত্র শ্রমস্তু সুলভো মম মন্দবুদ্ধে-
রিত্যুদ্যমোঽয়মুচিতো মম চাব্জনেত্র ! ৯ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবৎসান্নিধ্য লাভের জন্য বিজ্ঞপ্তি—কিঞ্চ এষঃ স্তোতা অপি (আরও এই যে আমি স্তবকর্ত্তা) শক্ত্যতিশয়েন (আমার সামর্থ্যের আধিক্যহেতু) ন তে অনুকম্প্যঃ (আপনার কৃপাপাত্র হইবার যোগ্যতা আমার নাই)। অপি তু স্তুতিকৃতেন পরিশ্রমেণ (কিন্তু আপনার মহিমা বর্ণন করিতে থাকিলে, পরিশ্রমের দ্বারা আপনার কৃপাপাত্র হইব)। হে অব্জনেত্র ! (হে কমললোচন প্রভো !) তত্র (তদ্বিষয়ে অর্থাৎ আপনার প্রার্থনা করিতে) মন্দবুদ্ধেঃ মম (মন্দবুদ্ধি আমার) শ্রমঃ তু সুলভঃ (শ্রম সুলভ, অর্থাৎ অতিশীঘ্র আমার পরিশ্রম হইবে), ইতি অয়ম্ উদ্যমঃ উচিতঃ (অতএব এই উদ্যম, অর্থাৎ আমার দ্বারা আপনার স্তুতি করা সমুচিত। আমার অশক্তি এবং প্রার্থনাকালে পরিশ্রমজনিত দয়নীয় দশা দেখিয়া আপনি আমার উপর শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন, অতএব স্তুতি করাই আপনার কৃপালাভের সুলভ পথ—এই ভাব।) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে স্তব করিবার অধিকার আছে, এই বিষয় প্রকারান্তরে কহিতেছেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! এই যে আমি স্তোতা,

অর্থাৎ স্তবকর্ত্তা বলিয়া যে অতিশয় সামর্থ্যের প্রকাশ করিতেছি, ইহার দ্বারা তোমার দয়ার পাত্র হইতে পারি না, কিন্তু স্তোত্র-জনিত পরিশ্রম, অর্থাৎ শ্রান্তিদ্বারা তোমার অবশ্য অনুকম্পনীয় হইব, তদ্বিষয়ে মন্দবুদ্ধি আমার কেবলমাত্র পরিশ্রম সুলভ, অতএব দাসরূপ আমার এই স্তব-বিষয়ক উদ্যম (উদ্যোগ) অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য হইয়াছে ॥ ৯ ॥

নাবেক্ষসে যদি ততো ভুবনান্যমূনি,
নালং প্রভো ! ভবিতুমেব কুতঃ প্রবৃত্তিঃ ।
এবং নিসর্গসুহৃদি ত্বয়ি সর্ব্বজন্তোঃ,
স্বামিন্ন চিত্রমিদমাশ্রিত-বৎসলত্বম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রভো ! যদি ন অবেক্ষসে (হে প্রভো ! সৃষ্টির পূর্ব্বে অচেতনরূপ এই জীবনিচয়কে যদি আপনি আপনার অহৈতুক কৃপাকটাক্ষে অবলোকন না করিতেন), ততঃ অমূনি ভুবনানি (তাহা হইলে এই সকল লোক) ভবিতুম্ এব ন অলম্ (উৎপন্নই হইতে পারিত না), কুতঃ প্রবৃত্তিঃ ? (আর যদি উৎপন্নই না হইত, তবে উহার স্থিতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিই বা কি প্রকারে সম্ভব হইত ? অর্থাৎ সর্ব্বথা অসম্ভব ছিল)। স্বামিন্ ! (হে স্বামিন্ !) এবং (এই প্রকারে) সর্ব্বজন্তোঃ (সকল প্রাণীর) নিসর্গ-সুহৃদি ত্বয়ি (অকৃত্রিম সুহৃৎ অর্থাৎ স্বাভাবিক কল্যাণকামী আপনাতে) ইদম্ আশ্রিত-বৎসলত্বং (আশ্রিতজনের প্রতি এই বাৎসল্যভাব) ন চিত্রম্ (আশ্চর্য্যকারক নহে, কারণ আশ্রিতবাৎসল্য গুণ আপনার স্বভাবসিদ্ধ ।) ॥১০

অনুবাদ—অনন্তর নিরুপাধি কৃপাদ্বারা সর্ব্বজীবরক্ষক তোমার সেবকরক্ষণ আশ্চর্য্য নহে, ইহা বলিতেছেন—হে প্রভো ! হে স্বামিন্ ! যদি তুমি এই ভুবন না দেখ, তবে উহারা উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয় না এবং উৎপন্নের পর ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ প্রবৃত্তিব্যাপার কি প্রকারে

সম্ভব হইবে ? অর্থাৎ কখন সম্ভব হয় না। এইপ্রকারে সকল প্রাণির নিসর্গ সুহৃৎ, অর্থাৎ অকারণ বন্ধু যে তুমি, তোমাতে আশ্রিত ভক্তজনের প্রতি যে বৎসলত্ব অর্থাৎ আশ্রিত ভক্তবাৎসল্য, তাহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ১০ ॥

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং,
নারায়ণ ! ত্বয়ি ন মৃষ্যতি বৈদিকঃ কঃ ।
ব্রহ্মা শিবঃ শতমখঃ পরমস্বরাড়ি-
ত্যেতেঽপি যস্য মহিমার্ণব-বিপ্রুষস্তে ॥ ১১ ॥

অন্বয়—পরতত্ত্ব নির্ণয়ের উপক্রম করিতেছেন—নারায়ণ ! (সমস্ত চেতনের আশ্রয় হে নারায়ণ !) ব্রহ্মা শিবঃ শতমখঃ পরম-স্বরাট্ ইতি এতে (ব্রহ্মা, শিব, শত মখ (যজ্ঞ) যাহার, অর্থাৎ শতাশ্ব-মেধী ইন্দ্র, এবং মুক্ত জীব—এই সকল) যস্য তে (যে তোমার) মহিমার্ণব-বিপ্রুষঃ (মহিমারূপ সাগরের কণামাত্র) ; ত্বয়ি (এইরূপ মহা মহিমাময় আপনাতে) স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং (স্বভাব-সিদ্ধ ও সীমাতীত অতিশয় ঈশ্বরত্ব) কঃ বৈদিকঃ (কোন্ বৈদিক, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য যাহারা স্বীকার করেন, আস্তিক) ন মৃষ্যতি (মানে না ? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার স্বাভাবিক নিঃসীম অতিশয় ঈশিতৃত্ব না মানে, সে ব্যক্তি আস্তিক নহে—এই ভাব।) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে ব্রহ্মা, শিব ও পুরন্দরাদি যে সকল দেবতা, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুরই অংশ এই অভিপ্রায়ে স্তব করিতেছেন—হে নারা-য়ণ ! অর্থাৎ হে অশেষ রূপ গুণ ও বিভূতিযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ! তোমাতে স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ অবধিশূন্য অতিশয় ঈশ্বরত্ব কোন্ বৈদিক ব্যক্তি (বেদসম্বন্ধি জ্ঞানবান্) সহ্য না করেন ? অর্থাৎ বেদজ্ঞ সকলেই সহ্য করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও মুক্তজীব—ইঁহারা তোমার মহিমা-সমুদ্রের বিন্দুমাত্র ॥ ১১ ॥

কঃ শ্রীঃ শ্রিয়ঃ পরমসত্ত্ব-সমাশ্রয়ঃ কঃ,
কঃ পুণ্ডরীকনয়নঃ পুরুষোত্তমঃ কঃ ।
কস্যাযুতাযুত-শতৈক-কলাংশকাংশে,
বিশ্বং বিচিত্র-চিদচিৎ-প্রবিভাগ-বৃত্তম্ ? ১২ ॥

অন্বয়—শ্রীনারায়ণই পরতত্ত্ব, ইহা বলিতেছেন—শ্রিয়ঃ শ্রীঃ কঃ ? (লক্ষ্মীদেবীরও শ্রী বলিতে শোভা, তাহার আশ্রয়ণীয় কোন্ জন ?) পরমসত্ত্ব-সমাশ্রয়ঃ কঃ (পরমসত্ত্ব বলিতে রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে অসংপৃক্ত (অস্পৃষ্ট) বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় অর্থাৎ সমাশ্রয়-বিগ্রহ কে ?) কঃ পুণ্ডরীক-নয়নঃ ? (কমলের ন্যায় বিশাল ও মনোহর নেত্রযুগল-বিশিষ্ট কে আছেন ?) কস্য (কাহার) অযুতাযুত-শতৈক-কলাংশকাংশে (হাজার হাজার ভাগের অত্যল্প অংশে, অর্থাৎ কাহার মহান্ শ্রীবিগ্রহের এক এক রোমকূপে) বিশ্বং (অসংখ্য বিশ্ব অবস্থান করিতেছে ?) বিচিত্র-চিদচিৎ-প্রবিভাগ-বৃত্তং (এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও চিৎ এবং অচিৎ, অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্, স্থাবর ও উহাদের অনুরূপ জ্ঞান, ক্রিয়া, এই প্রকার অচেতনবর্গ, ভোগ্য, ভোগোপকরণ, ভোগস্থানরূপ বিবিধ বিচিত্রতা কিজন্য নির্ম্মিত হইয়াছে ? এই সকল বিচিত্রতার আশ্রয় কে ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—নারায়ণ আপনাতেই এই সকল লক্ষণ রহিয়াছে, অতএব আপনিই পরতত্ত্ব, পরদেবতা, অন্য কেহ নহেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ইদানীং ভগবানের নিরতিশয় মহিমা বর্ণন করিতেছেন—লক্ষ্মীর কান্তি অর্থাৎ প্রভাবরূপ কে ? কে সত্ত্ব-গুণের নিবাস ? কোন্ ব্যক্তির পুণ্ডরীকতুল্য নয়নদ্বয় ? কে পুরুষোত্তম, অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সর্ব্বপ্রাণী) এবং অক্ষর পুরুষ কূটস্থ—এই দুইয়ের মধ্যে কে উত্তম (পরমাত্মা) ? কাহার দশকোটি শতের এক কলার অংশের অংশে এই বিশ্ব, অর্থাৎ সর্ব্ব জগৎ আশ্চর্য্য চেতন ও অচেতন সকলের বিভাগে বৃত্ত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে ? ১২ ॥

বেদাপহার-গুরুপাতক-দৈত্যপীড়া-
দ্যাপদ্বিমোচন-মহিষ্ঠফলপ্রদানৈঃ ।
কোঽন্যঃ প্রজাপশুপতী পরিপাতি কস্য
পাদোদকেন স শিবঃ স্বশিরো-ধৃতেন ? ১৩ ॥

অন্বয়—বেদাপহার-গুরুপাতক-দৈত্যপীড়াদি-আপদ্-বিমোচন-মহিষ্ঠফল-প্রদানৈঃ (বেদের অপহরণ, ব্রহ্মহত্যারূপ মহান্ পাতক, দৈত্যগণ হইতে উৎপন্ন পীড়া হইতে মুক্ত করিতে এবং মহিষ্ঠ বলিতে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিতে) কঃ অন্যঃ ? (আপনার ন্যায় অপর কে আছেন ?), প্রজা-পশুপতী পরিপাতি ? (কে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পশুপতি শিবকে পালন করিতেছেন ?) । সঃ শিবঃ (সেই প্রসিদ্ধ শঙ্করও) স্ব-শিরোধৃতেন কস্য পাদোদকেন (নিজ মস্তকে কাহার চরণ-প্রক্ষালিত জল ধারণ করিয়া শিব, অর্থাৎ বিশুদ্ধ মঙ্গল-ময় হইয়াছেন ? —অর্থাৎ এইরূপ নারায়ণই, অতএব তিনিই পরতত্ত্ব ।) ॥

বিশেষ—পরতত্ত্ব-বিষয়ে ব্রহ্মা ও শিবের পক্ষপাতী কেহ কেহ তাঁহাদিগকে পরতত্ত্ব বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার্য্যমাণে তাঁহারা পরতত্ত্ব নহেন, কারণ রক্ষ্য হইতে রক্ষকই শ্রেষ্ঠ । ব্রহ্মা ও শিবকে নারায়ণ বহুবার রক্ষা করিয়াছেন, অতএব শ্রীনারায়ণই পরদেবতা ।

[বেদাপহার—শ্রীভগবানের নিকট হইতে বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন । একবার মধু এবং কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় বেদ অপহরণ করিয়া সমুদ্রের তলদেশে লুকাইয়া রাখে । ভগবান্ 'হয়গ্রীব' রূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ লইয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে প্রদান করেন । এই প্রকারে ব্রহ্মা সঙ্কট হইতে মুক্ত হন ।

গুরুপাতক—পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং শিব—উভয়েরই পাঁচ মুখ ছিল । একবার শিব নিজের নখের দ্বারা ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করেন ।

ইহাতে শিবের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হয়। ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক শিবের হস্তে লগ্ন হইয়া থাকে, কিছুতেই উহা হস্তচ্যুত হয় না। তখন দেবর্ষি নারদ পরামর্শ দেন—আপনি এই কপালের দ্বারা ভিক্ষা করিতে থাকুন, উহা পূর্ণ হইলে আপনা হইতে খুলিয়া পড়িবে। সেই অনুসারে শিব বহুবৎসর উহাতে ভিক্ষা করেন, কিন্তু ঐ কপাল ভিক্ষা-লব্ধ বস্তুতে পূর্ণও হয় না, কিম্বা খুলিয়াও পড়ে না। পরিশেষে দুঃখান্তঃকরণে ভ্রমণ করিতে করিতে শিব বদরীনাথ ধামে যান এবং ভগবান্‌কে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তখন ভিক্ষার দ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করেন এবং উহাতে ঐ কপাল শিবের হাত হইতে খুলিয়া পড়ে। যেখানে ঐ কপাল পড়িয়াছিল, উহার এক অংশ আজও বিদ্যমান, যেখানে লোকে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এখন পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে। এইপ্রকার পূজনীয় মাতা, পিতা বা আচার্য্যের প্রতি অপরাধকে 'গুরুপাতক' বলা হয়।

দৈত্যপীড়া—একবার শিব ও অন্ধক নামক অসুরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শিবের অস্ত্রাঘাতে অসুরের শরীর হইতে যত রক্ত-বিন্দু পতিত হইল, তাহা হইতে তত সংখ্যক অসুরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ইহাতে শিব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ করেন। তখন ভগবান্ শুষ্ক রেবতী নামক এক দেব-তাকে প্রেরণ করেন, তিনি অন্ধকের শরীর হইতে পতিত রক্তবিন্দু শোষণ করিলে আর অসুরের উৎপত্তি হইল না। তখন অনায়াসেই অন্ধকের বিনাশ হইল।

এইরূপ বৃকাসুর ওরফে ভস্মাসুরের এক কাহিনী আছে। বৃকাসুর কঠোর তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করিয়া বর লাভ করে—সে যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি ভস্ম হইবে। দুষ্ট সেই অসুর শিবের মস্তকেই হাত দিয়া ইহা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে, শিব ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। তখন ভগবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে ঐ দৈত্যের সম্মুখে আসিয়া মধুর বচনে

তাহাকে তুষ্ট করতঃ ঐ দৈত্যের হস্ত নিজ মস্তকে স্থাপন করিতে বলায় ঐ দৈত্যই ভস্মীভূত হয়। এই প্রকারে শিবজী রক্ষাপ্রাপ্ত হন।]॥ ১৩॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা ও শঙ্কর হইতে শ্রীমন্নারায়ণের উৎকৃষ্টত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন—বেদসকলের অপহরণ, গুরুপাতক, দৈত্যপীড়াদিরূপ আপৎ বিমোচনে এবং অতিশয় মহৎ ফল প্রদানে তোমা ভিন্ন অপর কে রহিয়াছে? প্রজা এবং পশুসকলের পতি ব্রহ্মা ও শঙ্কর কাহার পাদোদক দ্বারা পরিপালন করিতেছেন? মহাদেব স্বীয় মস্তকধৃত কাহার পাদোদক দ্বারা মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছেন? ॥১৩॥

কস্যোদরে হরবিরিঞ্চিমুখঃ প্রপঞ্চঃ,
কো রক্ষতীমমজনিষ্ট চ কস্য নাভেঃ।
ক্রান্তা নিগীর্য্য পুনরুদ্‌গিরতি ত্বদন্যঃ,
কঃ কেন চৈষ পরবানিতি শক্যশঙ্কঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—কস্য উদরে (কাহার কুক্ষিতে) হর-বিরিঞ্চিমুখঃ প্রপঞ্চঃ (প্রলয়কালে শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত চেতনের সহিত এই প্রপঞ্চ বলিতে জড় অচেতনাত্মক বিশ্ব অবস্থিত থাকে? অর্থাৎ প্রলয়-কালে সমস্ত কার্য্য পদার্থ নিজ নিজ কারণে লীন হইয়া যায়, পরি-শেষে একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানই অবশিষ্ট রহেন। সেই সময় শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির নামও থাকে না।) ইমং কঃ রক্ষতি? (এই সৃষ্টির রক্ষা কে করিতেছেন?), কস্য নাভেঃ অজনিষ্ট? (কাহার নাভি হইতে এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে?) ত্বদন্যঃ কঃ (নারায়ণ তুমি ব্যতীত অন্য কে) ক্রান্তা নিগীর্য্য পুনঃ উদ্‌গিরতি? (একইকালে এই বিশ্বকে আক্রমণ করিয়া কুক্ষিতে স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় বাহির করিয়া দিতেছেন?) কেন চ এষঃ (কাহার দ্বারা এই বিশ্ব) পরবান্ ইতি (পরতন্ত্র বা সনাথ করিবার) শক্যশঙ্কঃ (শঙ্কা

করিতে সমর্থ ? অর্থাৎ অপরের দ্বারা নহে, কেবল শ্রীনারায়ণের দ্বারাই ইহা সনাথ হইয়াছে।) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে স্থিতি, উৎপত্তি, রক্ষণ, উপসংহার, আক্রমণ ও উদ্গীর্ণাদি অসাধারণ গুণসকল ভগবানে বিদ্যমান আছে, ইহা প্রকারান্তরে বর্ণনা করিতেছেন—কাহার উদরে অর্থাৎ কুক্ষিতে হর, বিরিঞ্চি আদি প্রপঞ্চ (চরাচর জগৎ) অবস্থান করিতেছে ? কাহার নাভি হইতে প্রপঞ্চ জন্মিয়াছে ? জাত এই প্রপঞ্চকে কে রক্ষা অর্থাৎ পালন করিতেছেন ? তোমা হইতে অপর কোন্ ব্যক্তি এই প্রপঞ্চকে আক্রমণপূর্ব্বক গ্রাস করিয়া উদ্গীরণ (বহির্নিঃসরণ) করিতেছেন ? কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ পরবান্ (অধীন) হইয়াছে, এই শক্যশঙ্কা কাহার ? অর্থাৎ তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তির এরূপ সামর্থ্য আছে, এইটি শঙ্কা করিবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ১৪

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ,
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—শীল-রূপ-চরিতৈঃ (আপনার স্বভাব আদি কল্যাণ গুণসমুদয়, অপ্রাকৃত দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ, অতিমানুষ চরিত্র প্রভৃতির দ্বারা), পরমপ্রকৃষ্ট-সত্ত্বেন (পরম উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণের দ্বারা) সাত্ত্বিক-তয়া (সত্ত্বগুণের আশ্রয়রূপে) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ (প্রবল শাস্ত্রসকলের দ্বারা), প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থবিদাং মতৈঃ চ (প্রসিদ্ধ ভগবৎতত্ত্ব সঠিকরূপে বিজ্ঞাত পরাশরাদি মহাত্মাগণ এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তাদি সাধনসমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও) অসুরপ্রকৃতয়ঃ ত্বাং বোদ্ধুং নৈব (ন+এব) প্রভবন্তি (আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক জনগণ আপনাকে যথার্থরূপে বা আংশিকভাবেও জানিতে সমর্থ হয় না) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! তোমার অবতারের তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ সাত্ত্বিক প্রবল শাস্ত্রসকল দ্বারা তোমার শীলতা, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু যাহারা অসুরপ্রকৃতি মনুষ্য, তাহারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (ত্রিবিধ সীমা বলিতে দেশ, কাল ও পরিমাণ—এই তিন সীমার অতিক্রমকারী এবং যাহার সমান বা অধিক কেহ নাই, অসমোর্দ্ধ, অর্থাৎ এই দুই সম্ভাবনা হইতে রহিত) তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং (আপনার পরিব্রঢ়িম বলিতে প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ) মায়াবলেন ভবতা অপি নিগূহ্যমানং (মায়ার বলে আপনার দ্বারা গোপন করা হইলেও), ত্বদনন্যভাবাঃ কেচিৎ (আপনার কোন কোন একান্ত ভক্ত, অর্থাৎ দেবতান্তর, উপায়ান্তর অথবা ফলান্তর বিষয়ে নিজের চিত্ত যাঁহারা যুক্ত করেন নাই, কেবল আপনাতেই যাঁহাদের মন নিযুক্ত, এতাদৃশ মহাত্মাগণ) অনিশং পশ্যন্তি (সর্ব্বদাই দেখিতেছেন ।) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! দেশ, কাল ও পরিমাণ—এই তিন সীমা দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু আবদ্ধ হয়, কিন্তু তোমার প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সম ও অতিশয়হীন হওয়ায় ঐ তিন সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরন্তু তুমি মায়াবল দ্বারা নিজের স্বরূপকে আচ্ছাদন করিলেও যাঁহারা তোমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ঐ স্বরূপকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

যদণ্ডমণ্ডান্তর-গোচরং চ যদ্-
দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং,
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যদ্ অণ্ডম্ (নীচে সাত লোক এবং উর্দ্ধে সাত লোক —এই চতুর্দ্দশ ভুবনে এক ব্রহ্মাণ্ড হয়) যৎ চ অণ্ডান্তর-গোচরং (এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহ, অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থানকারী দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি প্রাণিসমূহ এবং তাহাদের ভোগ্য ভোগোপকরণ ও ভোগস্থানরূপ প্রাকৃত বস্তুসকল), যানি চ দশোত্তরাণি আবরণানি (ঐ ব্রহ্মাণ্ডসকলের বাহিরে দশ দশ গুণ অধিক বিস্তৃত জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ব এবং অব্যক্তরূপ আবরণসকল), গুণাঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণ-সমূহ), প্রধানং (ঐ গুণসকলের আশ্রয় প্রকৃতি), পুরুষঃ (জীবাত্মা-বর্গ), পরং পদং (পরমপদ বৈকুণ্ঠ লোক), পরাৎপরং ব্রহ্ম চ (এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম) তে বিভূতয়ঃ (এসকল আপনার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ।) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বস্তু, তথা উত্তর উত্তর দশগুণ বৃদ্ধি পরিমাণে পৃথিব্যাদি আবরণসকল, এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, পরম পদ (নিত্য বিভূতি) ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম—এ সমুদায়ই তোমার বিভূতি ॥

[**তাৎপর্য্যার্থ**—এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী এবং বাহ্যস্থিত সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুর অংশ, ইহা বলিতেছেন—হে ভগবন্ ! এই যে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী বস্তুসকল ও উত্তর উত্তর দশগুণ পরিমাণে অধিক পৃথিব্যাদি আবরণসকল, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবরণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃত পৃথিবী । তৎপরে উক্ত পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক জলের আবরণ । জল পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক

অগ্নির আবরণ। অগ্নিপরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক বায়ুর আবরণ। বায়ুপরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক আকাশের আবরণ। আকাশ পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক অহঙ্কারের আবরণ। অহঙ্কার পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক মহত্তত্ত্বের আবরণ। সেইরূপ গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ বলিতে চেতন-স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ, পরপদ অর্থাৎ নিত্য বিভূতি, এবং পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম অর্থাৎ দিব্যমঙ্গল শ্রীবিগ্রহ—এই সকল তোমার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য।]

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচি-
র্মৃদু-র্দয়ালু-র্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞ-স্ত্বমসি স্বভাবতঃ,
সমস্তকল্যাণ-গুণামৃতোদধিঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—বশী (জিতেন্দ্রিয়), বদান্যঃ (ঔদার্য্যবান্), গুণবান্ (অনন্তকল্যাণ গুণবান্) ঋজুঃ (সরল এবং কপটতারহিত), শুচিঃ (পরম শুদ্ধস্বরূপ), মৃদুঃ (কোমলস্বভাব), দয়ালুঃ (দয়াবান্), মধুরঃ (মাধুর্য্যবান্) স্থিরঃ (স্থৈর্য্যবান্, কোন কিছু হইতে যিনি বিচলিত হন না), সমঃ (সকলের প্রতি সমানভাবাপন্ন), কৃতী (কুশল), কৃতজ্ঞঃ (আশ্রিতজনের স্বল্প সেবাও স্মরণকারী), স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকভাবেই) সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ (সমস্ত কল্যাণ গুণরূপ অমৃতের মহান্ সমুদ্র।) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে বিভো! তুমি বশী, বদান্য, গুণবান্, ঋজু, শুচি, মৃদু, দয়ালু, মধুর, স্থির, সম, কৃতী, কৃতজ্ঞ, এবং স্বভাবতঃ সমস্ত কল্যাণগুণের অমৃত-সমুদ্র, অর্থাৎ ক্ষীরসাগর, অতএব তোমার সমান আর কেহ নাই ॥ ১৮ ॥

উপর্য্যুপর্য্যব্জভুবোঽপি পুরুষান্,
প্রকল্প্য তে যে শতমিত্যনুক্রমাৎ ।
গিরস্ত্বদেকৈক-গুণাবধীপ্সয়া,
সদা স্থিতা নোদ্যমতোঽতিশেরতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—গিরঃ (বেদবাক্যসকল) ত্বদেকৈক-গুণাবধীপ্সয়া (ভগবান্ আপনার এক একটি গুণের 'অবধি' অর্থাৎ অন্ত, 'ঈপ্সয়া'—পাইতে ইচ্ছা করিয়া) অব্জভুবঃ (কমলযোনি ব্রহ্মার) উপর্য্যুপরি পুরুষান্ (উপরি উপরি, অর্থাৎ উর্দ্ধ্ব পুরুষসকল) প্রকল্প্য (কল্পনা করতঃ) 'তে যে শতম্' (সেই যে শত মানুষের আনন্দ স্বরূপ) ইতি অনুক্রমাৎ (এই অনুক্রমহেতু, অর্থাৎ 'তে যে শতম্'—ইত্যাদি আনন্দবল্লী উপনিষদের বাক্যানুসারে, সর্ব্ববিধসম্পন্ন মনুষ্যের আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ, তাহা হইতে শতগুণ অধিক পিতৃ, দেব, দেবেন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতির (ব্রহ্মার) আনন্দ, তাহার দ্বারাও ব্রহ্মানন্দের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কারণ ব্রহ্মানন্দকে অবাঙ্মানস-গোচর বলা হইয়াছে। তাহাতে আবার কেবল আনন্দই সম্পূর্ণ নহে, শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতির বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াও) সদা স্থিতাঃ (এক স্থানেই স্থিত রহিয়াছে) উদ্যমতঃ (উদ্যোগ হইতে) ন অতিশেরতে (অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ ভগবানের গুণসমূহের প্রারম্ভিক দশা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বেদবাক্যসকল তোমার গুণের অবধি জানেন না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে প্রভো ! গির্ অর্থাৎ বেদবাক্যসকল তোমার এই একটি গুণের অবধি (অন্ত) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, অব্জভূ (ব্রহ্মার) উপর্য্যুপরি অর্থাৎ উর্দ্ধ্ব উর্দ্ধ্ব পুরুষ সকলকে প্রকল্পনাপূর্ব্বক (তে যে শতং মানুষাঃ আনন্দাঃ) সেই যে অসংখ্য মানুষ আনন্দস্বরূপ—এই অনুক্রমে সর্ব্বদা অবস্থিত হয়, উদ্যোগ করিয়াও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥

ত্বদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভব-স্থিতি-
প্রণাশ-সংসার-বিমোচনাদয়ঃ ।
ভবন্তি লীলা বিধয়শ্চ বৈদিকা-
স্তদীয়-গম্ভীরমনোঽনুসারিণঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—ত্বদাশ্রিতানাং (তোমাকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই ভক্তজনের নিমিত্তই) জগদুদ্ভব-স্থিতি-প্রণাশ-সংসার-বিমোচনাদয়ঃ লীলাঃ (জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও সংসারমোচন অর্থাৎ মোক্ষ ইত্যাদি লীলা), বৈদিকাঃ বিধয়ঃ চ (এবং বৈদিক বিধিসকলও), ত্বদীয়-গম্ভীর-মনোঽনুসারিণঃ ভবন্তি (তোমার গম্ভীর মনের অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়া থাকে. অর্থাৎ ভক্তজনের জন্যই তোমার এই সৃষ্ট্যাদি লীলা ।) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ত্বদীয় সঙ্কল্পানুসারে তোমার ভক্তগণের বিষয়সকল হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—তোমার ভক্তজনের নিমিত্তই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও মোক্ষদান প্রভৃতি তোমার লীলা এবং বৈদিক ক্রিয়াসকলও তোমার ভক্তের গম্ভীর মানসের অভিপ্রায়ানুসারে হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে,
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে ।
নমো নমোঽনন্ত-মহাবিভূতয়ে,
নমো নমোঽনন্ত-দয়ৈকসিন্ধবে ॥ ২১ ॥

অন্বয়—বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে (মুক্তজীবেরও বাক্য ও মনের অতিভূমি অর্থাৎ অগোচর তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারম্বার প্রণাম করি)। বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে (অনন্য ভক্তগণের বাক্য ও মনের একমাত্র মুখ্য স্থানস্বরূপ তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারম্বার নমস্কার)। অনন্তমহাবিভূতয়ে (অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন মহতী বিভূতি অর্থাৎ

ঐশ্বর্য্য যাঁহার, সেই তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারম্বার নমস্কার)। অনন্তদয়ৈক-সিন্ধবে (অনন্ত দয়ার একমাত্র সমুদ্রস্বরূপ তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারম্বার প্রণাম করিতেছি।) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি বাক্য-মনের একমাত্র স্থানস্বরূপ তোমাকে বারম্বার প্রণাম। তুমি অনন্ত মহাবিভূতিসম্পন্ন, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম এবং তুমি অনন্ত দয়ার একমাত্র সমুদ্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। অর্থাৎ ভগবান্ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও নিরুপাধিক অপরিমিত দয়ার সমুদ্র বলিয়া ভক্তসকলকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন —এই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী,
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য !
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—হে শরণ্য! (শরণ লইবার যোগ্য হে হরে!) ধর্ম্ম-নিষ্ঠঃ ন অস্মি (ধর্ম্মকর্ম্মে আমার নিষ্ঠা বলিতে স্থিতি নাই), আত্ম-বেদী চ ন (আত্মবেদী অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানী হইতেও আমি সমর্থ হইতেছি না), ত্বচ্চরণারবিন্দে (তোমার পাদপদ্মে) ন ভক্তিমান্ (আমি ভক্তিমান্ হইলাম না), অকিঞ্চনঃ (আমি অকিঞ্চন বলিতে উপায়শূন্য এবং) অনন্যগতিঃ (আমার অন্য গতি নাই অর্থাৎ আমি গত্যন্তরশূন্য) ত্বৎপাদমূলং (তোমার শ্রীপাদমূলকে) শরণং প্রপদ্যে (শরণ, অর্থাৎ উপায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম।) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ আমার পক্ষে তোমার পাদমূলের শরণাপত্তিই গরীয়সী গতি, ইহা বলিতেছেন—হে শরণ্য! ধর্ম্মকর্ম্মে আমার নিষ্ঠা নাই, আমি

পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি নাই, কিম্বা তোমার চরণারবিন্দেও আমার ভক্তি নাই, অতএব আমি অকিঞ্চন অর্থাৎ উপায়শূন্য এবং অনন্যগতি (তুমি ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই, অর্থাৎ গত্যন্তর-রহিত), কেবলমাত্র তোমার পাদমূলের আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে,
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ !
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতি-স্তবাগ্রে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—হে মুকুন্দ ! (হে মুক্তিপ্রদায়ক !) লোকে (এই সংসারে) যৎ নিন্দিতং কর্ম্ম অস্তি (শাস্ত্র ও শিষ্টজনের দ্বারা নিন্দিত যে সকল দুষ্কর্ম্ম আছে), তৎ (সেই সকল কলুষ কর্ম্ম) সহস্রশঃ (হাজার হাজার বার) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) ন ব্যধয়ি (কৃত হয় নাই ? অর্থাৎ সমস্ত পাপই আমি করিয়াছি), সঃ অহম্ (সেইরূপ ভয়ঙ্কর মহান্ পাপের অনুষ্ঠানকারী আমি) বিপাকাবসরে (কর্ম্মফলের পরিপাকের সময়ে) সম্প্রতি (এক্ষণে) অগতিঃ (গত্যন্তরশূন্য হইয়া) তব অগ্রে (তোমার সামনে) ক্রন্দামি (কেবল ক্রন্দন করিতেছি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—জীব নিজের পাপ স্মরণ করিয়া ভগবৎ সান্নিধ্যে কেবল রোদন করিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—এই সংসারে এমন কোন গর্হিত দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা সহস্র সহস্রবার আমি করি নাই। এখন সেই কর্ম্মের পরিপক্বদশায় আমি নিরাশ্রয় হইয়া, হে মুকুন্দ ! তোমার অগ্রে ক্রন্দন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—হে অনন্ত ! (অনন্তকল্যাণগুণনিধে !), —'অনন্ত-ভবার্ণবান্তঃ' (অপরিমিত সংসাররূপ সমুদ্রের অভ্যন্তরে) নিমজ্জতঃ মে (নিমজ্জমান অতিদীন আমার অগ্রে) চিরায় (চিরকালের নিমিত্ত তুমি) কূলম্ ইব (তীরের ন্যায়) লব্ধঃ অসি (প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ সংসারসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে বহুদিন পর কিনারার ন্যায় তুমি মিলিত হইয়াছ)। ভগবন্ ! (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হে ভগবন্ !) ত্বয়া অপি (তুমিও) ইদানীং (এখন) দয়ায়াঃ (দয়ার অর্থাৎ দয়া করিবার) অনুত্তমং (যাহা হইতে উত্তম আর নাই, অর্থাৎ অত্যুত্তম, শ্রেষ্ঠ) ইদং পাত্রং (আমার ন্যায় বস্তু, অর্থাৎ আমাকে) লব্ধম্ (প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ হে নাথ ! আমার মত উত্তম দয়ার পাত্র অন্যত্র তোমার মিলিবে না, অতএব এই পাপীর প্রতি তুমি কৃপাদৃষ্টিপাত কর, এই ভাব।) ॥২৪॥

অনুবাদ—হে অনন্ত ! এই ভবসমুদ্রের মধ্যে চিরকাল নিমজ্জিত হইয়া আজ তোমাকে কুলরূপে লাভ করিলাম। হে ভগবন্ ! তুমিও অদ্য দয়া করিবার উপযুক্ত পাত্রস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইলে (অতএব চিরকালের জন্য আমাকে কৃপা কর, আর যেন এই সংসার-সমুদ্রে ডুবিতে না হয়।) ॥ ২৪ ॥

অভূতপূর্ব্বং মম ভাবি কিং বা,
সর্ব্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম্ ।
কিন্তু ত্বদগ্রে শরণাগতানাং,
পরাভবো নাথ ন তেহনুরূপঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—নাথ ! (হে স্বামিন্ !) মম অভূতপূর্ব্বং (পূর্ব্বকালে অননুভূত) কিং ভাবি বা (ভবিষ্যতে কি হইবে বা আছে) সর্ব্বং সহে (এ সকল দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারি), হি (কারণ) দুঃখং মে সহজং (দুঃখ তো আমার সহজাত অর্থাৎ যখন হইতে আমি, তখন হইতে দুঃখ আমার সহিত লগ্ন রহিয়াছে, এই প্রকারে সমস্ত

দুঃখই আমি ভোগ করিয়াছি)। কিন্তু ত্বদগ্রে (তোমার অগ্রে) শরণাগতানাং (তোমার শরণগত ভক্তজনের) পরাভবঃ (যে পরাভব অর্থাৎ তিরস্কার, তাহা) তে ন অনুরূপঃ (তোমার অনুরূপ অর্থাৎ উচিত নহে। সর্ব্বদুঃখহরণকারী তুমি, তোমার সামনে তোমার শরণাগত দাসের যে দুঃখানুভব, ইহা তোমার পক্ষে শোভনীয় নহে।) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ত্বদীয় ভক্তসকলের দুঃখানুভব—এই যে প্রবাদ (নিন্দা), তাহা তোমার সম্বন্ধে উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—হে নাথ ! পূর্ব্বকালে অথবা ভবিষ্যৎকালে যে সকল সহজ দুঃখ আছে, তৎসমুদায় আমি ভোগ করিতে পারিব, কিন্তু তোমার অগ্রে এই শরণাগত দাসের যে পরাভব, তাহা তোমার উচিত নহে ; অতএব আত্ম-মহিমা বিচার করিয়া আমাকে পালন কর ॥ ২৫ ॥

নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে,
মহেশ ! হাতুং তব পাদপঙ্কজম্ ।
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ো,
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—মহেশ ! (হে সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরে !) নিরাসকস্য অপি (এই স্থলে 'নিরাশকস্য'—এই পাঠান্তর আছে, নিরাশক বলিতে বিসর্জ্জন-কর্ত্তা, ত্যাগকারী, অর্থাৎ তুমি পরিত্যাগ করিলেও) তব পাদপঙ্কজং (তোমার চরণকমল) হাতুং (পরিত্যাগ করিতে) তাবৎ ন উৎসহে (কোন প্রকারে উৎসাহ করিতে পারি না, ইহাই অর্থান্তর-ন্যাসে বলিতেছেন), স্তনন্ধয়ঃ শিশুঃ (স্তন্যপায়ী শিশু) রুষা (ক্রোধ-ভরে) নিরস্তঃ অপি (জননী কর্ত্তৃক নিরস্ত হইলেও, মা ক্রোধপূর্ব্বক দূরে সরাইয়া দিলেও) মাতুঃ চরণৌ (মাতার চরণদ্বয়) জাতু (কখনও) ন জিহাসতি (ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, অনন্যগতি হইয়াই থাকে, সেইপ্রকার আমিও অনন্যগতি।) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইদানীং হে ভগবন্! তোমাকর্ত্তৃক আমি নিরস্ত হইলেও তোমার পাদকমল ত্যাগ করিব না, ইহা জানাইতেছেন—হে মহেশ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও, আমি তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে কোন প্রকারে উৎসাহ করি না, মাতা ক্রোধে স্তন্য-পায়ী শিশুকে পরিত্যাগ করিলেও, সে কি কখনও মাতার চরণদ্বয় ত্যাগ করে? ২৬ ॥

তবামৃত-স্যন্দিনি পাদপঙ্কজে,
নিবেশিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি।
স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দ-নির্ভরে,
মধুব্রতো নেক্ষুরকং হি বীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—হে প্রভো! তব অমৃতস্যন্দিনি (তোমার অমৃতরসের প্রবাহিত-কারক, অর্থাৎ সুধাস্রাবি) পাদপঙ্কজে (কমলসদৃশ চরণদ্বয়ে) নিবেশিতাত্মা (নিবেশিত হইয়াছে অন্তঃকরণ যাহা কর্ত্তৃক, অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত ভক্ত) কথম্ অন্যদ্ ইচ্ছতি (কি প্রকারে অন্য বস্তু ইচ্ছা করিতে পারে? তাহার অন্য কোন অপেক্ষাই নাই, এই অর্থ)। মধুব্রতঃ (তদ্রূপ ভ্রমর) মকরন্দ-নির্ভরে (মকরন্দ বলিতে পুষ্পরস, তাহার দ্বারা নির্ভর অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে পূর্ণ) অরবিন্দে স্থিতে (কম-লের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া) ইক্ষুরকং (ইক্ষুর শব্দ স্বার্থে ক-প্রত্যয়, অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ডের প্রতি) হি ন বীক্ষতে (নিশ্চয়ই অবলোকন করে না।) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ভগবৎপাদপদ্মস্থিত মকরন্দরূপ অমৃতে তৃপ্ত ভক্ত কিজন্য অন্য অপেক্ষা করিবেন, ইহা বলিতেছেন—হে স্বামিন্! তোমার অমৃতস্রাবি পাদপঙ্কজে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, সে কেন অন্য বস্তু ইচ্ছা করিবে, মকরন্দ-পরিপূর্ণ অরবিন্দ (পদ্ম) থাকিতে কি মধুকর ইক্ষুদণ্ডের প্রতি অবলোকন করে? ২৭ ॥

ত্বদঙ্ঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিদ্-
যথা তথা বাঽপি সকৃৎকৃতোঽঞ্জলিঃ ।
তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ,
শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতু হীয়তে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—হে হরে ! ত্বদঙ্ঘ্রিম্ উদ্দিশ্য (তোমার পাদকমলকে উদ্দেশ্য করিয়া), কদাপি (যে কোন কালে), কেনচিৎ (যে কোন জনের দ্বারা) যথা তথা বাপি (যথা তথাপি—যে কোন প্রকারে), সকৃৎ (একবার মাত্র) অঞ্জলিঃ কৃতঃ (অঞ্জলি বিধান করা হইলে, অর্থাৎ হাত জোড় করিলে, ঐ বদ্ধাঞ্জলি), তদা এব (তৎক্ষণাৎ, সেই কালেই), অশুভানি (অমঙ্গল সকলকে, পাপরাশিকে) অশেষতঃ (নিঃশেষে, সম্পূর্ণরূপে) মুষ্ণাতি (অপহরণ করে, বিনাশ করিয়া দেয়, এবং) শুভানি (শুভসকলকে, অর্থাৎ এই জগতে সর্ব্ববিধ কল্যাণ এবং পরলোকে পরম পদের সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য), পুষ্ণাতি (পোষণ করে, প্রাপ্ত করাইয়া দেয়), জাতু (কোনকালেও) ন হীয়তে (হীন হয় না, ঐ বদ্ধ অঞ্জলি কখনও নষ্ট হয় না, অর্থাৎ পরমপদে জীব ভগবদ্দর্শনে বিভোর হইয়া সর্ব্বদাই 'নমো নমঃ'—বলিয়া হাত জোড় করিয়া থাকে, অতএব ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা সরলতম উপায় অঞ্জলি-বন্ধন করা ।) ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—হে ভগবন্ ! কোন কালেও কোন ব্যক্তি যদি যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার চরণে একবারমাত্র অঞ্জলিবিধান করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ অশুভসকল হরণ এবং শুভসকল পোষণ করে, ঐ বদ্ধাঞ্জলি কখন নষ্ট হয় না ॥ ২৮ ॥

উদীর্ণ-সংসার-দবাশুশুক্ষণিং,
ক্ষণেন নির্ব্বাপ্য পরাং চ নির্বৃতিম্ ।
প্রযচ্ছতি ত্বচ্চরণাম্বুজ-
দ্বয়ানুরাগামৃত-সিন্ধুশীকরঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—ত্বচ্চরণাম্বুজদ্বয়ানুরাগামৃতসিন্ধুশীকরঃ (তোমার চরণ-যুগলই অরুণবর্ণ পদ্মদ্বয়, তাহাতে অর্থাৎ সেই পাদপদ্মদ্বয়ে যে অনু-রাগ বলিতে ভক্তি, তাহাই অমৃত-সমুদ্র, তাহার শীকর অর্থাৎ জল-কণা), উদীর্ণ-সংসার-দবাশুশুক্ষণিং (উদীর্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বলিত, প্রদীপ্ত, সংসাররূপ দব বলিতে বন, তাহার আশুশুক্ষণি, আশু শীঘ্র শুক্ষণি যাহা শুষ্ক করিতে ইচ্ছা করে, অগ্নি, অর্থাৎ উজ্জ্বলিত সংসাররূপ দাবাগ্নিকে) ক্ষণেন (ক্ষণকালের মধ্যেই) নির্ব্বাপ্য (নির্ব্বাপণ অর্থাৎ শান্ত করাইয়া), পরাং নির্বৃতিং চ (উৎকৃষ্ট নির্বৃতি অর্থাৎ সুখও) প্রযচ্ছতি (প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ তোমার চরণযুগলে ভক্তি করিবার অপার মহিমা, এই ভাব।) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে ভক্তিরূপ অমৃত-সমুদ্রের বিন্দুও, সংসার তাপকে নিবারণ করিয়া পরম সুখ দান করেন, ইহা বলিতেছেন—তোমার অরুণবর্ণ চরণপদ্মদ্বয়ের অনুরাগরূপ অমৃত-সমুদ্রের এক কণা, ক্ষণকালমধ্যে উজ্জ্বলিত সংসাররূপ দাবানলকে নির্ব্বাপিত করিয়া পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিলাস-বিক্রান্ত-পরাবরালয়ং,
নমস্যদার্ত্তি-ক্ষপণে কৃতক্ষণম্ ।
ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজং,
কদা নু সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—বিলাস-বিক্রান্ত-পরাবরালয়ং (যাহার বিলাসের দ্বারা অতিক্রান্ত হইয়াছে পর বলিতে ব্রহ্মাদি এবং অবর ইন্দ্রাদি লোক-সকল, অর্থাৎ যে শ্রীভগবান্ আপনার লীলামাত্রে ব্রহ্মলোক হইতে নীচে মনুষ্যলোক পর্য্যন্ত সকলকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীচরণের দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক নিজের সৌলভ্য গুণের প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং) নমস্যদার্ত্তি-ক্ষপণে (যাহা চরণযুগলে প্রণামকারী ভক্তগণের

আর্ত্তি বলিতে আপদ্, তাহার নিবারণে, এই স্থলে 'আর্ত্তিক্ষয়ণে'— এইরূপ পাঠান্তর আছে।) কৃতক্ষণং (কৃতাবসর হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তগণের দুঃখ দূর করিতে যাহা সদা সাবধান), মদীয়ং ধনং (যাহা আমার মূলধন-স্বরূপ) তব পাদপঙ্কজং (তোমার সেই পাদ-পদ্ম), চক্ষুষা (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা) কদা নু (কোন্ কালে বা) সাক্ষাৎ করবাণি (সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিব, অর্থাৎ কবে আমি নয়নের দ্বারা তোমার পাদপদ্মের দর্শন পাইব!) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন—যাহা পর ব্রহ্মাদি এবং অপর ইন্দ্রাদির আলয়কে অতি-ক্রম করিয়াছে, যাহা প্রণত জনের আর্ত্তি-নিবারণে কৃতাবসর হইয়াছে এবং যাহা আমার মূলধন-স্বরূপ, তোমার সেই পাদপঙ্কজ কবে আমি লোচনদ্বারা সাক্ষাৎ করিব! ৩০ ॥

কদা পুনঃ শঙ্খ-রথাঙ্গ-কল্পক-
ধ্বজারবিন্দাঙ্কুশ-বজ্র-লাঞ্ছনম্।
ত্রিবিক্রম! ত্বচ্চরণাম্বুজদ্বয়ং,
মদীয়-মূর্দ্ধান-মলঙ্করিষ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—হে ত্রিবিক্রম! (তুমি পাদবিন্যাসের দ্বারা তিন লোক আক্রমণ করিয়াছ), শঙ্খ-রথাঙ্গ-কল্পক-ধ্বজারবিন্দাঙ্কুশ-বজ্র-লাঞ্ছনং (শঙ্খ, চক্র, কল্পবৃক্ষ, ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কুশ, বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত) ত্বচ্চরণা-ম্বুজদ্বয়ং (তোমার কমলসদৃশ পাদযুগল) কদা পুনঃ (কোন্ কালে) মদীয়-মূর্দ্ধানম্ (আমার মস্তককে) অলঙ্করিষ্যতি (ভুষিত করিবে? অর্থাৎ কবে তুমি আমার মস্তকে তোমার চরণযুগল স্থাপন করিবে?) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে শ্রীবিষ্ণুপাদকমল কোন্ কালে আমার মস্তককে

ভূষিত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে ত্রিবিক্রম! তুমি কোন্ কালে আপনার শঙ্খ, চক্র, কল্পবৃক্ষ, ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কুশ ও বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত চরণদ্বারা আমার মস্তক অলঙ্কৃত (শোভিত) করিবে? ॥৩১॥

বিরাজমানোজ্জ্বল-পীতবাসসং,
স্মিতাতসীসূনু-সমামলচ্ছবিম্ ।
নিমগ্ননাভিং তনুমধ্যমুন্নতং,
বিশাল-বক্ষঃস্থলশোভি লক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—বিরাজমানোজ্জ্বল-পীতবাসসং (বিরাজমান অর্থাৎ অত্যন্ত ভাসমান উজ্জ্বল পীতবর্ণের বস্ত্র যাঁহার, তাঁহাকে), স্মিতাতসীসূনু-সমামলচ্ছবিং (স্মিত বলিতে বিকসিত অতসী পুষ্পের সমান অমল, অর্থাৎ নির্ম্মল ছবি যাঁহার, তাঁহাকে), নিমগ্ন-নাভিং (নিমগ্ন অর্থাৎ গম্ভীর নাভি যাঁহার, তাঁহাকে), তনুমধ্যং (তনু বলিতে স্বল্প, অর্থাৎ মধ্যদেশ ক্ষীণ যাঁহার, তাহাকে), উন্নতং (যাঁহার শরীর উন্নত, অর্থাৎ অতিদীর্ঘ ও অতি হ্রস্ব বিকৃতিরহিত প্রাংশু, এই অর্থ। এই স্থলে 'উল্লসদ্'—এই পাঠান্তরে উহা পরবর্ত্তী বিশাল বক্ষের বিশেষণ), বিশাল-বক্ষঃস্থল-শোভি (বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে শোভমান) লাঞ্ছনং (শ্রীবৎস চিহ্ন যাঁহার, তাঁহাকে 'কবে আমি সেবার দ্বারা তুষ্ট করিব'—এই ৪৮ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে।) ॥৩২

অনুবাদ—পঞ্চদশ শ্লোকের কুলকের দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি-পূর্ব্বক সেবার প্রার্থনা করিতেছেন—হে ভগবন্! তুমি বক্ষ্যমাণরূপে সুশোভিত হইয়াছ, অর্থাৎ তোমার পরিধানে উজ্জ্বল পীতবর্ণ বসন, তুমি নববিকসিত অতসী কুসুমসদৃশ অমল কান্তিসম্পন্ন, তোমার নাভি গম্ভীর, মধ্যদেশ ক্ষীণ, শরীর উন্নত, এবং তোমার বিশাল বক্ষঃ-স্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভা পাইতেছে ॥ ৩২ ॥

চকাসতং জ্যা-কিণ-কর্কশৈঃ শুভৈ-
শ্চতুর্ভি-রাজানুবিলম্বিভি-র্ভুজৈঃ ।
প্রিয়াবতংসোৎপল-কর্ণভূষণ-
শ্লথালকাবন্ধ-বিমর্দ্দ-শংসিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—প্রিয়াবতংসোৎপল-কর্ণভূষণ-শ্লথালকাবন্ধ-বিমর্দ্দ-শংসিভিঃ (প্রিয়া অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধীয় 'অবতংসোৎপল' অর্থাৎ শিরোভূষণের নীলোৎপল, এবং কর্ণভূষণ, শ্লথ অলকাবলী অর্থাৎ শিথিল কেশকলাপসমূহের এবং 'আবন্ধ' বলিতে নীবীবন্ধনের 'বিমর্দ্দ-শংসী' অর্থাৎ সংমর্দ্দনের সূচক, অর্থাৎ যাহা প্রিয়ার শিরোভূষণ, কর্ণাভরণ, শিথিল কেশরাশি ও নীবীবন্ধনের সংমর্দ্দনকারী), জ্যা-কিণ-কর্কশৈঃ ('জ্যা' বলিতে মৌর্ব্বী অর্থাৎ ধনুর্গুণ, তাহার 'কিণ' বলিতে চিহ্নের দ্বারা 'কর্কশ' অর্থাৎ কঠিন) আজানু-বিলম্বিভিঃ (জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত) শুভৈঃ (দীর্ঘ) চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (চারিটি ভুজের দ্বারা) চকাসতং (প্রকাশমান তোমাকে, সেবা করিয়া কবে আমি পরিতুষ্ট হইব !) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! তুমি প্রিয়ার শিরোভূষণ নীলোৎপল, কর্ণভূষণদ্বয়, শিথিল চূর্ণকুন্তলসমূহ এবং নীবীবন্ধনের বিমর্দ্দকারি, এবং ধনুর্গুণের কঠিন চিহ্নের দ্বারা সুশোভিত, আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজচতুষ্টয় দ্বারা প্রকাশমান ॥ ৩৩ ॥

উদগ্র-পীনাংস-বিলম্বি-কুণ্ডলা-
লকাবলী-বন্ধুর-কম্বু-কন্ধরম্ ।
মুখশ্রিয়া ন্যক্কৃত-পূর্ণ-নির্ম্মলা-
মৃতাংশুবিম্বাম্বুরুহোজ্জ্বলশ্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—উদগ্র-পীনাংস-বিলম্বি-কুণ্ডলালকাবলী-বন্ধুরকম্বু-কন্ধরং (উদগ্র অর্থাৎ উন্নত অথচ পীন অর্থাৎ স্থূল, সুপুষ্ট মাংসলবিশিষ্ট

স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত কুণ্ডলদ্বয়, কেশকলাপ এবং বন্ধুর বলিতে রমণীয় কম্বু বলিতে শঙ্খ, তাহার ন্যায় কন্ধর যাহার, তাঁহাকে), মুখশ্রিয়া (মুখের শোভার দ্বারা) ন্যক্কৃত-পূর্ণনির্ম্মলামৃতাংশুবিম্বাম্বুরুহোজ্জ্বল-শ্রিয়ং (ন্যক্কৃত অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়াছে পূর্ণ নির্ম্মল অমৃতাংশু বলিতে পূর্ণবিশদ চন্দ্রের বিম্ব অর্থাৎ মণ্ডল এবং অম্বুরুহ অর্থাৎ পদ্মের উজ্জ্বল শোভা যাহার দ্বারা, সেই তোমাকে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তুমি উন্নত অথচ পীন স্কন্ধদ্বয়াবলম্বি কুণ্ডলদ্বয়, কেশকলাপ ও কম্বু-সদৃশ কন্ধর দ্বারা শোভমান, এবং পূর্ণ বিশদ চন্দ্র-মণ্ডল ও পদ্মের শোভা তিরস্কারি মুখশ্রীবিশিষ্ট (এরূপ তোমাকে কবে সেবা করিব।) ॥ ৩৪ ॥

প্রবুদ্ধ-মুগ্ধাম্বুজ-চারুলোচনং,
সবিভ্রম-ভ্রূলত-মুজ্জ্বলাধরম্।
শুচিস্মিতং কোমলগণ্ড-মুন্নসং,
ললাটপর্য্যন্ত-বিলম্বিতালকম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—প্রবুদ্ধ-মুগ্ধাম্বুজ-চারুলোচনং (প্রবুদ্ধ অর্থাৎ বিকসিত অতএব মুগ্ধ বলিতে সুন্দর অম্বুজ অর্থাৎ কমলদ্বয়ের ন্যায় চারু মনোহর লোচনযুগল যাঁহার, তাহাকে), সবিভ্রম-ভ্রূলতম্ (সবিভ্রম বলিতে বিলাসযুক্ত ভ্রূলতা অর্থাৎ লতার ন্যায় ভ্রূযুগল যাঁহার, তাহাকে), উজ্জ্বলাধরম্ (উজ্জ্বল অর্থাৎ প্রকাশমান অধর যাঁহার, তাহাকে), শুচিস্মিতং (শুচি অর্থাৎ শুদ্ধ, স্মিত বলিতে ঈষৎ হাস্য যাঁহার, তাহাকে), কোমলগণ্ডং (মৃদু কপোলদেশ যাঁহার, তাহাকে), উন্নসং (উন্নত তিলকুসুমসদৃশ নাসিকা যাঁহার, তাহাকে), ললাটপর্য্যন্ত-বিলম্বিতালকম্ (ললাট পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে অলকা-বলী অর্থাৎ কেশদাম যাঁহার, সেই তোমাকে কবে সেবা করিব।) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের নয়ন, ভ্রূ এবং অধরাদি অবয়বসমূহের বর্ণনা করিতেছেন—তুমি বিকসিত কমলসদৃশ মনোহর লোচন-বিশিষ্ট, দীপ্তিমান্ অধরান্বিত, বিশুদ্ধ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, মৃদু কপোল-বিশিষ্ট, তিলপুষ্পতুল্য নাসাযুক্ত এবং ললাট পর্যন্ত অবলম্বি অকলান্বিত ॥ ৩৫ ॥

স্ফুরৎ-কিরীটাঙ্গদ-হার-কণ্ঠিকা-
মণীন্দ্র-কাঞ্চীগুণ-নূপুরাদিভিঃ ।
রথাঙ্গ-শঙ্খাসি-গদা-ধনুর্ব্বরৈ-
র্লসত্তুলস্যা বনমালয়োজ্জ্বলম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—স্ফুরৎ-কিরীটাঙ্গদ-হার-কণ্ঠিকা-মণীন্দ্র-কাঞ্চীগুণ-নূপুরাদিভিঃ (স্ফুরৎ অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত কিরীট বলিতে মস্তকাভরণ মুকুট, অঙ্গদ হস্তের কেয়ূর, হার গলদেশের মুক্তামালা, কণ্ঠিকা কণ্ঠমালা, মণীন্দ্র মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ, কাঞ্চীগুণ বলিতে কটিদেশে অবস্থিত কাঞ্চীর গুণ এবং নূপুর প্রভৃতির দ্বারা শোভিত), রথাঙ্গ-শঙ্খাসি-গদা-ধনুর্ব্বরৈঃ (রথাঙ্গ বলিতে সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অসি খড়্গ, কৌমোদকী গদা, শার্ঙ্গ ধনু প্রভৃতির দ্বারা শোভিত), লসত্তুলস্যা (লসৎ প্রকাশমানা তুলসীর দ্বারা এবং) বনমালয়া (বন-মালা বৈজয়ন্তীর দ্বারা) উজ্জ্বলং (রমণীয় হইয়াছ ।) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবানের দিব্য আভূষণ এবং আয়ুধসমূহের বর্ণনা করিতেছেন—তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট মুকুট, কেয়ূর, মুক্তামালা, কণ্ঠমালা, কৌস্তুভ, কাঞ্চীগুণ, নূপুর, তথা চক্র, শঙ্খ, অসি, গদা, ধনু, তুলসীমালা ও বনমালা বৈজয়ন্তীর দ্বারা রমণীয় হইয়াছ ॥ ৩৬ ॥

চকর্থ যস্যা ভবনং ভুজান্তরং,
তব প্রিয়ং ধাম যদীয়-জন্মভূঃ ।

জগৎ সমস্তং যদপাঙ্গ-সংশ্রয়ং
যদর্থমম্ভোধি-রমন্থ্যবন্ধি চ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—তব ভুজান্তরং (তোমার বক্ষঃস্থলকে) যস্যাঃ (যে লক্ষ্মীদেবীর) ভবনং (নিবাসস্থল) চকর্থ (করিয়া দিয়াছ), যদীয়-জন্মভূঃ (যাঁহার জন্মভূমি অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র) তব প্রিয়ং ধাম (তোমার প্রিয় ধাম, অর্থাৎ বাসস্থান)। সমস্তং জগৎ (এই স্থলে 'সমগ্রং'—পাঠান্তর আছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্ব) যদপাঙ্গ-সংশ্রয়ং (যাঁহার 'অপাঙ্গ' বলিতে কটাক্ষ, সংশ্রয় অর্থাৎ আশ্রয়, অর্থাৎ যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষের অধীন রহিয়াছে)। যদর্থং (যাঁহার নিমিত্ত অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত) অম্ভোধিঃ (সমুদ্র) অমন্থি অবন্ধি চ (মন্থিত ও বদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন এবং লবণসমুদ্রের সেতু-বন্ধন হইয়াছিল।) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দুইটি শ্লোকে মহালক্ষ্মীর বর্ণনা করিতেছেন—হে ভগবন্! তোমার বক্ষঃস্থলকে যে লক্ষ্মীর বাসস্থান করিয়াছ এবং যে লক্ষ্মীর জন্মভূমি অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র তোমার প্রিয় ধাম। সমস্ত জগৎ যে লক্ষ্মীর কটাক্ষাশ্রিত এবং যে লক্ষ্মীর নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মথিত এবং লবণসাগর বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

স্ববৈশ্বরূপেণ সদানুভূতয়া-
প্যপূর্ব্ববদ্বিস্ময়-মাদধানয়া।
গুণেন রূপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ,
সদা তবৈবোচিতয়া তব শ্রিয়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—স্ববৈশ্বরূপেণ (নিজের বিশ্বরূপত্বের দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা) অনুভূতয়া অপি (ভুক্তা হইলেও) অপূর্ব্ববৎ (লক্ষ্মীদেবী অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদ্ভুতের ন্যায়) বিস্ময়ম্ আদধানয়া (বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন, ইহার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যই সূচিত

হইল)। গুণেন (ঈশ্বরের সেবা, তাঁহার অধীনতা, দয়া, কারুণ্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা), রূপেণ (সৌন্দর্য্যের দ্বারা), বিলাস-চেষ্টিতৈঃ (লীলা ব্যাপারাদির দ্বারা) সদা (সর্ব্বদাই) তবৈব উচিতয়া (তোমারই অনুরূপভাবে) তব প্রিয়া (তোমার নিত্য অনপায়িনী লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট তোমাকে 'তয়া সহাসীনম্'—ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়।) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—পুনরায় মহালক্ষ্মীর বর্ণনা করিতেছেন—সেই লক্ষ্মী যিনি তোমার বিশ্বরূপত্বরূপে সর্ব্বদা ভুক্তা হইয়াও অদ্ভুততুল্য বিস্ময়-জনিকা হইয়াছেন এবং যিনি গুণ, রূপ ও বিলাসচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদা তোমারই অনুরূপা হইয়াছেন॥ (এখানে তাৎপর্য্যার্থ এই যে—শ্রীভগবান্ যখন যে রূপে লীলাবিহার করেন, তাঁহার অনপায়িনী শক্তি মহালক্ষ্মী দেবীও সেই রূপেই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ দেবদেহ ধারণ করিলে ইনি দেবীরূপা, ভগবান্ মনুষ্যাকারে অবস্থিতা হইলে ইনি মানুষী রূপিণী, তির্য্যক্ত্বে তির্য্যক্রূপিণী ইত্যাদি জানিতে হইবে। ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর নিত্য অনুভব করি-লেও, তিনি সর্ব্বদাই নিত্য নবীনস্বরূপিণী আশ্চর্য্যময়ীরূপেই অনুভূতা হন।) ॥ ৩৮ ॥

তয়া সহাসীন-মনন্তভোগিনি,
প্রকৃষ্ট-বিজ্ঞান-বলৈকধামনি।
ফণামণিব্রাত-ময়ূখমণ্ডল-
প্রকাশমানোদর-দিব্যধামনি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়— ফণামণিব্রাত-ময়ূখমণ্ডল-প্রকাশমানোদর-দিব্যধামনি (যাঁহার ফণাতে 'মণিব্রাত' বলিতে মণিসমূহের, ময়ূখমণ্ডল অর্থাৎ কিরণসমূহ, তাহার দ্বারা প্রকাশমান উদর অর্থাৎ কুক্ষিই হইতেছে দিব্য ধাম যেখানে, সেই) 'অনন্ত-ভোগিনি' (শেষ নাগের দেহরূপ

শয্যাতে), প্রকৃষ্ট-বিজ্ঞানবলৈকধামনি (যাহা পরম উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ও বলের মুখ্য স্থান, সেখানে) তয়া সহ আসীনম্ (সেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবিষ্ট, আপনার সেবা করিয়া কবে আমি হর্ষনির্ভর হইব —এই প্রার্থনা।) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শেষনাগের বর্ণনার উপক্রম করিতেছেন—সেই লক্ষ্মীর সহিত তুমি অনন্ত-শয্যায় আসীন হইয়াছ, যে অনন্তদেব প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান ও বলের মুখ্য স্থানস্বরূপ, এবং যাহাতে ফণাসকলের মণি-সমূহের কিরণাবলিতে দেদীপ্যমান উদররূপ দিব্য ধাম আছে ॥৩৯॥

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈ-স্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীর্য্যতে জনৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ (ভগবানের নিবাসযোগ্য দিব্য মন্দির, শয়নের নিমিত্ত কোমল শয্যা, বসিবার জন্য দিব্য সিংহাসন, চলিবার সময় পাদযুগলের রক্ষার জন্য পাদুকা, পরিধানের দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, উপধান (বালিশ, তাকিয়া), বর্ষা ও সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দিব্য ছত্র প্রভৃতি অনেক প্রকারের দ্বারা) যথোচিতং (সেবার উপযুক্ত যথোচিত রীতি অনুসারে) তব শেষতাং গতৈঃ (তোমার শেষতা-প্রাপ্ত, অর্থাৎ ভগবানের সেবাতেই যিনি তৎপর, এইরূপ) শরীরভেদৈঃ (দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার জন্য) জনৈঃ (ভক্তজনের দ্বারা) 'শেষঃ' ইতি ('শেষ'—এই নামে) ঈর্য্যতে (কথিত হইতেছেন।) ॥৪০

অনুবাদ—অনন্তদেবের বর্ণনা করিতেছেন—যিনি নিবাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপধান ও ছত্রাদিরূপে তোমার শেষতা-প্রাপ্ত শরীরভেদ দ্বারা ভক্তজন কর্তৃক উচিতমতই 'শেষ'—এই নামে কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো,
যস্তে বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ।
উপস্থিতং তেন পুরো গরুত্মতা,
ত্বদঙ্ঘ্রি-সম্মর্দ্দ-কিণাঙ্ক-শোভিনা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—যঃ ত্রয়ীময়ঃ (বেদত্রয়ীরূপ যে গরুড়) তে দাসঃ, সখা, বাহনম্, আসনং, ধ্বজঃ, বিতানং, ব্যজনং (তোমার ভৃত্য, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজা, চাঁদোয়া ও ব্যজন অর্থাৎ তালবৃন্তক, পাখা হইয়াছেন), ত্বদঙ্ঘ্রি-সম্মর্দ্দ-কিণাঙ্ক-শোভিনা (তোমার চরণদ্বয়ের সংঘর্ষজনিত চিহ্নবিশেষের দ্বারা শোভমান, অর্থাৎ আশ্রিত জনের বিপদ্ দূর করিবার নিমিত্ত দ্রুত গমনের কালে গরুড়ের বগলে ভগবানের চরণের ঘর্ষণে উভয় পার্শ্বে যে চিহ্ন হইয়াছে, তাহার দ্বারা যিনি শোভা পাইতেছেন) তেন গরুত্মতা (সেই গরুড়ের সহিত) পুরঃ (সম্মুখে) উপস্থিতং (উপস্থিত তোমাকে কবে সেবা করিব।) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তুমি গরুড় কর্ত্তৃক সেবনীয় হইতেছ, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে হরে! যিনি ত্রয়ীময় অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সামরূপ, এবং তোমার ভৃত্য, মিত্র, বাহন, আসন, ধ্বজা, বিতান (চাঁদোয়া), ও ব্যজন হইয়াছেন, এবং তোমার চরণ সংমর্দ্দন-জনিত চিহ্নবিশেষের দ্বারা যাঁহার শোভা হইয়াছে, সেই গরুড়ের সহিত আমার সম্মুখে উপস্থিত তোমাকে (কবে আমি সেবা করিব।) ॥৪১॥

ত্বদীয়-ভুক্তোজ্ঝিত-শেষভোজিনা,
ত্বয়া নিসৃষ্টাত্মভরেণ যদ্‌যথা।
প্রিয়েণ সেনাপতিনা নিবেদিতং,
তথানুজাতং তমুদার-বীক্ষণৈঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—ত্বদীয়-ভুক্তোজ্ঝিত-শেষ-ভোজিনা (তোমার ভোজনের পর পরিত্যক্ত অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ যিনি ভোজন করেন), ত্বয়া

নিসৃষ্টাত্মভরেণ (তোমা কর্ত্তৃক নিসৃষ্ট অর্থাৎ অর্পিত হইয়াছে 'আত্মভর' বলিতে নিজের দেখাশুনা করিবার ভার যাহার উপর, সেই) প্রিয়েণ সেনাপতিনা (প্রিয় সেনাপতি বিষ্বক্সেনের দ্বারা) যদ্ (যে বস্তু) যেন (যে প্রকারে) নিবেদিতং (নিবেদিত হয়, সেই বস্তু) তথা (সেই প্রকারে) উদার-বীক্ষণৈঃ (ঔদার্য্যতুল্য কটাক্ষের দ্বারা) অনুজাতম্ (অঙ্গীকারকারী তোমাকে, কবে সেবা করিব)॥ ৪২॥

অনুবাদ—এক্ষণে ভগবান্ বিষ্বক্সেন-সমর্পিত পদার্থসকল অঙ্গীকার করেন, ইহা বলিতেছেন—হে ভগবন্! যিনি তোমার ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ ভোজন করেন এবং তুমি যাঁহার উপর আত্ম-ভার সমর্পণ করিয়াছ, সেই অতিপ্রিয় সেনাপতি বিষ্বক্সেন যে বস্তু যে প্রকারে নিবেদন করেন, তুমি সেই বস্তু তদনুরূপ অঙ্গীকার কর (অর্থাৎ অতি প্রিয়জনের বাক্য উল্লঙ্ঘন করা যায় না, এইহেতু ভগ-বান্ নিজের মধুর কটাক্ষপাত দ্বারা সেই কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন। এইরূপ তোমাকে কবে সেবা করিব—এই ভাব।)॥৪২॥

হতাখিল-ক্লেশমলৈঃ স্বভাবতঃ,
সদানুকূল্যৈকরসৈ-স্তবোচিতৈঃ।
গৃহীত-তত্তৎ-পরিচার-সাধনৈ-
র্নিষেব্যমাণং সচিবৈ-র্যথোচিতম্॥ ৪৩॥

অন্বয়—স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকভাবেই) হতাখিল-ক্লেশ-মলৈঃ (হত অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে সমস্ত ক্লেশ বলিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্লেশ এবং মল বলিতে সংসার-সম্বন্ধরূপ দোষবাসনা যাঁহাদের; তাহাদের দ্বারা), আনুকূল্যৈকরসৈঃ (যাঁহাদের তোমার সেবাতে আনুকূল্যই মুখ্যরস অর্থাৎ ভগবদনু-ভবানন্দ রস) তব উচিতৈঃ (ভগবান্ তোমার অনুরূপ) গৃহীত-তত্তৎ-পরিচার-সাধনৈঃ (গৃহীত অর্থাৎ স্বীকৃত হইয়াছে সেই সেই পরিচার-

সকলের, অর্থাৎ কৈঙ্কর্য্য ধর্ম্মসকলের সাধন বলিতে ছত্র, চামর, ব্যজনাদি যাঁহাদের দ্বারা) সচিবৈঃ (সেইরূপ অমাত্যগণের দ্বারা) যথোচিতং (যথাযথভাবে) সদা (নিরন্তর) নিষেব্যমাণং (সম্যক্ সেব্যমান তোমাকে, সেবা করিয়া কবে আমি হর্ষান্বিত হইব।) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে সচিবসকল কর্ত্তৃক তুমি সেবিত হইতেছ, ইহা বলিতেছেন—হে ভগবন্ ! যাঁহাদিগের স্বভাবতঃ সমস্ত ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্লেশ এবং দোষবাসনারূপ মল বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের আনুকূল্য অর্থাৎ ভগবদনুভবানন্দই মুখ্যরস এবং যাঁহারা তোমার সেই সেই পরিচারসকলের অর্থাৎ কৈঙ্কর্য্য ধর্ম্মসকলের সাধন অর্থাৎ ছত্র, চামর, ব্যজনাদি ধারণ করিয়াছেন, সেই সেই সচিবগণ কর্ত্তৃক যথাযথভাবে নিরন্তর তুমি সেবিত হইতেছ। (এরূপ অবস্থায় কবে আমি তোমাকে সেবা করিব !) ॥ ৪৩ ॥

অপূর্ব্ব-নানারস-ভাব-নির্ভর-
প্রবুদ্ধয়া মুগ্ধ-বিদগ্ধ-লীলয়া।
ক্ষণাণুবৎ ক্ষিপ্ত-পরাদি-কালয়া,
প্রহর্ষয়ন্তং মহিষীং মহাভুজম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয় —অপূর্ব্ব-নানা-রস-ভাব-নির্ভর-প্রবুদ্ধয়া (অপূর্ব্ব অর্থাৎ নিত্যনূতন নানাবিধ শৃঙ্গারাদি রস ও বিলাসাদি ভাবসকলের 'নির্ভর' অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে 'প্রবুদ্ধয়া'—বিকসিত হইয়া), ক্ষণাণুবৎক্ষিপ্ত-পরাদি-কালয়া (ব্রহ্মার পরার্দ্ধ কালকে যিনি ক্ষণমাত্রের অণুকালরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাদৃশ) মুগ্ধ-বিদগ্ধ-লীলয়া (মুগ্ধ বলিতে সুন্দর এবং বিদগ্ধ অর্থাৎ নিপুণ লীলা বলিতে ক্রীড়ার দ্বারা) মহিষীং (কৃতাভিষেকা মহালক্ষ্মীকে) প্রহর্ষয়ন্তং মহাভুজং (আনন্দিত করিতেছ মহাভুজবিশিষ্ট যে তুমি, সেই তোমাকে কবে সেবা করিব !) ॥৪৪॥

অনুবাদ—এক্ষণে লক্ষ্মীদেবীকে আনন্দিত কর, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে ভগবন্! তুমি মহাভুজ এবং যিনি নিত্য নূতন শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস এবং বিলাসাদি ভাবসকলের পরিপূর্ণতা, তথা সুন্দর নিপুণ ক্রীড়া দ্বারা প্রবুদ্ধা অর্থাৎ বিকসিতা হইয়া, ব্রহ্মার পরার্দ্ধ কালকে অণুকালরূপে যাপন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আনন্দ প্রদান করিতেছ। (অর্থাৎ নানাবিধ মনোহর চাতুর্য্যপূর্ণ লীলার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধানকারী আজানুবাহু তোমার সেবা করিয়া কবে আমি নিজেকে প্রহর্ষিত করিব—এই ভাব।) ॥৪৪

অচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্যযৌবনং,
স্বভাব-লাবণ্যময়ামৃতোদধিম্।
শ্রিয়ঃ শ্রিয়ং ভক্তজনৈক-জীবিতং,
সমর্থ-মাপৎসখ-মর্থিকল্পকম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—অচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্যযৌবনং (অচিন্ত্য অর্থাৎ কল্পনাতীত, অপ্রাকৃত, অত্যাশ্চর্য্যজনক এবং নিত্য অর্থাৎ সদা একরসে স্থিত যৌবন যাঁহার, সেই তোমাকে), স্বভাব-লাবণ্যময়ামৃতোদধিং (স্বভাবতঃই লাবণ্যময় এবং অমৃতসমুদ্র যিনি, তাঁহাকে, অর্থাৎ দিব্যবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবান্ স্বভাবতঃই যৌবন ও লাবণ্যের সমুদ্র), শ্রিয়ঃ শ্রিয়ং (লক্ষ্মীদেবীর শোভাস্বরূপ), ভক্তজনৈকজীবিতং (ভক্তজনের প্রাণসমান, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রিয়তম তুমি) সমর্থং (দক্ষ, সর্ব্বশক্তিমান্), আপৎসখং (আশ্রিত জনের বিপৎকালে তাহার উপকারী মিত্র), অর্থি-কল্পকম্ (যাচকগণের নিকট কল্পবৃক্ষসদৃশ, অর্থাৎ তাহাদের মনোরথপূর্ণকারী তুমি।) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—হে ভগবন্! তুমি অচিন্ত্য অলৌকিক অদ্ভুত নিত্য যৌবনসম্পন্ন, তুমি স্বভাবসিদ্ধ লাবণ্যময় ক্ষীরসমুদ্র, তুমি লক্ষ্মীর শোভাস্বরূপ, তুমি ভক্ত-

জনের প্রাণতুল্য, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি আপৎকালের বান্ধব এবং যাচকসকলের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ—এরূপ তোমাকে সেবা করিয়া কবে আমি নিজেকে প্রসন্ন করিব ! ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর-
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ ! জীবিতম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—ভবন্তম্ এব অনুচরন্ (এতাদৃশ তোমারই অনুসরণ-পূর্ব্বক), নিরন্তর-প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ (নিরন্তর সর্ব্বদাই প্রশান্ত হইয়াছে অর্থাৎ নির্গত হইয়াছে, নিঃশেষ বলিতে সমস্ত, মনো-রথান্তর অর্থাৎ তোমার সেবা ব্যতিরেকে অন্য অভিলাষসকল যাহার, তাদৃশ আমি), ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ (একান্ত সম্বন্ধীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্য-পর অর্থাৎ সেবাপরায়ণ, অথবা—ঐকান্তিক ভক্তজনের নিত্যদাস) সঃ অহং (সেই আমি) হে নাথ ! (হে প্রভু !) জীবিতং ভবন্তং (আমার প্রাণস্বরূপ তোমাকে) কদা (কোন্ কালে) প্রহর্ষয়িষ্যামি (আনন্দিত করিব ; এইস্থলে 'সনাথজীবিতং'—এইরূপ সমাসবদ্ধ পাঠান্তরে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবিচ্ছিন্ন নিত্য নিয়ত কৈঙ্কর্য্যপরায়ণ হইয়া নিজের জীবনকে সনাথযুক্ত করতঃ কবে আমি হর্ষিত হইব—এইরূপ অর্থ ।) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—('বিরাজমান' ইত্যাদি ৩২ শ্লোক হইতে আরম্ভ ৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত বিশেষণসকল উল্লেখ করিয়া এক্ষণে বিশেষ্য পদ দেখাইয়া ক্রিয়াপদ পূর্ণ করতঃ) শ্রীভগবানের নিকট নিত্য সেবা প্রার্থনা করিতেছেন—হে নাথ ! আমি সতত অন্যাকাঙ্ক্ষা-বিহীন এবং তোমার একান্ত নিত্য কিঙ্কর, সেই আমি সমস্ত বাসনা পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক পরিচর্য্যার দ্বারা কবে প্রাণস্বরূপ তোমাকে হর্ষিত করিব ॥ ৪৬ ॥

ধিগশুচিমবিনীতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং,
পরমপুরুষ ! যোঽহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ ।
বিধি-শিব-সনকাদ্যৈ-র্ধ্যাতুমত্যন্তদূরং,
তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—হে পরমপুরুষ ! (সর্ব্বোত্তম নারায়ণ !) যঃ অহং (যে আমি) কামবৃত্তঃ (স্বেচ্ছা-সঞ্চারী হইয়া), যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ (যোগিশ্রেষ্ঠদিগের অগ্রগণ্য) বিধি-শিব-সনকাদ্যৈঃ (ব্রহ্মা, শিব ও সনকাদির দ্বারাও) ধ্যাতুম্ (মনে মনে চিন্তা করিতেও) অত্যন্তদূরং (অত্যন্ত দূর, অর্থাৎ অতি কঠিন) তব পরিজন-ভাবং (তোমার পরিজনের অর্থাৎ দাসের যে ভাব, অর্থাৎ তোমার কৈঙ্কর্য্য) কাময়ে (ইচ্ছা করিতেছি), অশুচিং (অস্পৃশ্য), অবিনীতং (বিনয়রহিত, অথবা সদাচার শিক্ষা হইতে রহিত), নির্দ্দয়ং (দয়াহীন), অলজ্জং (লজ্জাশূন্য) মাং ধিক্ (আমাকে ধিক্কার ।) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহাকে ধ্যান করিতে পারেন না, আমি মূঢ়বুদ্ধি হইয়া সেই তোমার সেবা প্রার্থনা করিতেছি, এইরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক যামুনাচার্য্য আপনাকে নিন্দা করিয়া বলিতে-ছেন—হে পরমপুরুষ ! আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যোগিশ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য বিধি শিব সনকাদি যাঁহাকে ধ্যান করিতেও সমর্থ হন না, সেই তোমার পরিজন-ভাব অর্থাৎ দাস্যভাব প্রার্থনা করিতেছি, অত-এব আমি অশুচি, বিনয়রহিত, দয়াহীন ও লজ্জাশূন্য, আমাকে ধিক্ ॥ ৪৭ ॥

অপরাধ-সহস্রভাজনং,
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে !
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—হরে ! (ভক্তজনের দুঃখহরণকারী হে হরে !) অপ-রাধ-সহস্রভাজনং (আমি সহস্র সহস্র অপরাধের পাত্র), ভীমভবার্ণ-বোদরে (ভয়ঙ্কর সংসাররূপ সাগরের মধ্যে) পতিতং (পতিত), অগতিং (গত্যন্তরশূন্য), শরণাগতং (তোমার চরণে শরণাগত, আশ্রয়-প্রাপ্ত আমাকে) কেবলং কৃপয়া (কেবল নিজ কৃপাগুণে) আত্মসাৎ কুরু (তোমার অধীন করিয়া লও) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে হরে ! সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী, ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রমধ্যে নিপতিত এবং অনাশ্রয় আমি, তোমার চরণে শরণাগত হইলাম, অতএব আমাকে কেবল দয়া করিয়া তোমার অধীন কর (অর্থাৎ তোমার অহৈতুক কৃপাগুণে আমাকে তোমার দাস করিয়া লও ।) ॥ ৪৮ ॥

অবিবেক-ঘনান্ধ-দিঙ্মুখে,
বহুধা সন্তত-দুঃখ-বর্ষিণি ।
ভগবন্ ! ভবদুর্দ্দিনে পথঃ,
স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত ! ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—হে অচ্যুত ! (কোন কালে যাঁহার ভক্তগণের চ্যুতি হয় না, তিনি অচ্যুত, তাহার সম্বোধনে), হে ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ নারায়ণ !) অবিবেক-ঘনান্ধ-দিঙ্মুখে (অবিবেক বলিতে সদসদ্ বিজ্ঞানের অভাব, তাহাই ঘন অর্থাৎ মেঘ, তাহার দ্বারা অন্ধ অর্থাৎ তিমিরাবৃত হইয়াছে দিঙ্মুখসকল যেখানে), বহুধা (অনেকপ্রকার) সন্তত-দুঃখবর্ষিণি (যেখানে নিরন্তর ত্রিতাপরূপ দুঃখ বর্ষিত হইতেছে, সেখানে), ভবদুর্দ্দিনে (সংসারই দুর্দ্দিন, তাহাতে) পথঃ (মার্গ হইতে, অর্থাৎ সন্মার্গ হইতে) স্খলিতং (ভ্রষ্ট, বিচ্যুত) মাম্ (আমাকে) অবলোকয় (অবলোকন কর, অর্থাৎ সন্মার্গচ্যুত আমার প্রতি তোমার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর ।) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত ! হে ভগবন্ ! (অর্থাৎ তোমার ভক্তের কোন কালে চ্যুতি হয় না এবং তুমি ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অতএব), সদসদ্-বিজ্ঞানের অভাবরূপ মেঘ দ্বারা তিমিরাবৃত দিক্‌সকল যেখানে এবং যাহাতে নিরন্তর দুঃখ বর্ষণ হইতেছে, ঈদৃশ সংসাররূপ দুর্দ্দিনে আমি পথভ্রষ্ট হইয়াছি, আমাকে অবলোকন কর, অর্থাৎ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর ॥ ৪৯ ॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে,
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো,
দয়নীয়স্তব নাথ ! দুর্ল্লভঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—হে নাথ ! (হে স্বামিন্ !) অগ্রে (তোমার সন্নিধানে) মে একং বিজ্ঞাপনং (আমার একটি বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ নিবেদন), ন মৃষা (উহা মিথ্যা নহে), পরমার্থম্ এব (কিন্তু যথার্থ্য সত্য), শৃণু (তাহা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ কর)—যদি মে (যদি আমাকে) ন দয়িষ্যসে (দয়া না কর), ততঃ (তাহা হইলে) তব (তোমার) দয়নীয়ঃ (দয়াকরণযোগ্য, অর্থাৎ দয়া করিবার পাত্র) দুর্ল্লভঃ (দুষ্প্রাপ্য হইবে, অর্থাৎ আমাকে দয়া না করিলে, দয়ার পাত্র আর তুমি পাইবে না। অত্যন্ত দীনজনের রক্ষণই প্রভুর পরম ধর্ম্ম, অতএব আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য—এই ভাব।) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে নাথ ! তোমার সন্নিধানে একটি নিবেদন করিতেছি, উহা এতটুকুও মিথ্যা নহে, একেবারেই সত্য। আগে তো আমার বিজ্ঞাপন শ্রবণ কর—যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়া করিবার পাত্রই দুষ্প্রাপ্য হইবে, অর্থাৎ আর কেহ দয়ার পাত্র নাই ॥ ৫০ ॥

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্,
মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ন চ।
বিধিনির্ম্মিত-মেতদন্বয়ং,
ভগবন্! পালয় মাস্ম জীহয় ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—হে ভগবন্! (ঐশ্বর্য্যশালিন্!) তৎ (অতএব, অর্থাৎ যেহেতু তোমার আর দয়ার পাত্র নাই), অহং (আমি) ত্বদৃঋতে (তোমা ভিন্ন) নাথবান্ ন (নাথবান্ নহি, অর্থাৎ তোমাকে ছাড়া আমার আর অন্য কোন প্রভু নাই), ত্বং চ (তুমিও) মদৃঋতে (আমা ভিন্ন) দয়নীয়বান্ ন (দয়াময় হইতে পার না)। এতদ্ অন্বয়ং (আমাদের উভয়ের মধ্যে এই যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ), বিধি-নির্ম্মিতং (বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি করিয়াছ)। পালয় (অতএব আমাকে পালন কর), মাস্ম জীহয় (আমাকে ত্যাগ করিও না; অথবা এই সম্বন্ধ ছিন্ন করিও না, এই স্থলে 'মাস্ম জীহপঃ'—এইরূপ পাঠান্তর আছে।) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! যখন আমা ভিন্ন তোমার আর দয়ার পাত্র কেহ নাই, তখন আমারও তোমা ভিন্ন আর কেহ নাথ নাই, অর্থাৎ আমি তোমারই দাস, অন্য কাহারও দাস নহি, এবং তুমিও আমা ব্যতিরেকে দয়নীয়বান্ নহ। এই যে আমাদিগের স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ, ইহা বিধি-নির্ম্মিত, অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি করিয়াছ। অতএব আমাকে পালন কর, ত্যাগ করিও না ॥ ৫১ ॥

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা,
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদহং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়— অহং বপুরাদিষু (আমি শরীরাদিতে) যঃ অপি কঃ অপি বা (যে কোন ব্যক্তিই হই), গুণতঃ (গুণবশতঃ) যথা তথা-বিধঃ (যে কোন প্রকারই) অসানি (হইয়া থাকি, ইহা ভূ-ধাতুর অর্থে 'অস্' ধাতুর লোটে উত্তম পুরুষের একবচন।) [অর্থাৎ এই বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নাই, কারণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ—প্রভৃতির যিনি দ্রষ্টা, তিনি আত্মা। আর এই সম্প্রদায় মতে —আত্মা হইতেছে অজড়, অণুচিৎকণ, জ্ঞানরূপী এবং জ্ঞানগুণক, নিত্য, নির্ব্বিকার, ভগবৎ দাস্যত্বের সহিত জ্ঞাতৃত্ব-যুক্ত। ঐ আত্মা নামক বস্তুকে শ্রীভগবানের চরণকমলে কৈঙ্কর্য্যহেতু সমর্পণ করিয়া দেওয়াই আত্মার মুখ্য উপাদেয়তা।] তৎ (অতএব, সেইহেতু) অহং (আমি যে আত্মা) তব (তোমার) পাদপদ্ময়োঃ (পাদপদ্মদ্বয়ে) অদ্য এব (অদ্যই, এক্ষণেই) ময়া সমর্পিতঃ (সমর্পণ করিলাম, অর্থাৎ আমি আমার আত্মা ও আমিত্ব সব কিছু তোমার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিলাম।) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে বৈকুণ্ঠ ! আমি শরীরাদিতে যে কোন ব্যক্তি হই, অথবা গুণবশতঃ যে সে প্রকারই বা হইয়া থাকি, অতএব অদ্যই আমি আমাকে তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে সমর্পণ করিলাম ॥ ৫২ ॥

মম নাথ ! যদস্তি যোঽস্ম্যহং,
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব !
নিয়ত-স্বমিতি প্রবুদ্ধধী-
রথবা কিন্নু সমর্পয়ামি তে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—নাথ ! (হে স্বামিন্ !) মাধব ! (মা লক্ষ্মী, তাঁহার ধব বলিতে স্বামী অর্থাৎ হে লক্ষ্মীপতে !) মম যদ্ অস্তি (আমার যে বস্তু আছে) অহং যঃ অস্মি (এবং যে আমি অর্থাৎ আত্মা),

তৎ সকলং (সে সমস্ত কিছুই) তব এব হি (তাহা নিশ্চিত তোমারই) নিয়ত-স্বং ('নিয়ত' বলিতে স্বাধীন, নিয়তের 'স্বং' বলিতে ধন, অর্থাৎ ঐসকল তোমারই নিজ ধন) ইতি প্রবুদ্ধ-ধীঃ (ইহা সম্প্রতি আমি জানিতে পারিলাম ; অর্থাৎ আমি অজ্ঞতাবশতঃ আত্মসমর্পণের কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গবশতঃ এখন আমি বুঝিয়াছি, আমার যাহা কিছু বস্তু, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ধন, জন প্রভৃতি, এমনকি আমার আত্মা পর্য্যন্ত, সমস্ত কিছু তোমারই নিজস্ব ধন)। অথবা তে (অথবা তোমাকে) কিং নু (কি বস্তু) সমর্পয়ামি (সমর্পণ করিব, অর্থাৎ আমার নবীন কি বস্তু আছে যে তোমাকে অর্পণ করিতে পারি ?) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের নিধি এবং অখণ্ড পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর পতি, তাঁহাকে আমি কি সমর্পণ করিব, এই অভিপ্রায় নিবেদনপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে নাথ ! হে মাধব ! আমার যে বস্তু আছে এবং যে আমি, সে সকলই তোমার নিজ ধন—ইহা জানিতে পারিলাম। অথবা আমি তোমাকে কি সমর্পণ করিব ? অর্থাৎ কোন বস্তু সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আমি কর্ত্তা নহি, যেমন তাম্বুল করণ্ডধারী জন রাজাকে রাজধন তাম্বুল সমর্পণ করে, তদ্রূপ তোমার সমুদায় বস্তু তোমাকে সমর্পণ করিতেছি—এই ভাব ॥ ৫৩ ॥

অববোধিতবানিমাং যথা,
ময়ি নিত্যাং ভবদীয়তাং স্বয়ম্ ।
কৃপয়ৈবমনন্য-ভোগ্যতাং,
ভগবন্ ! ভক্তিমপি প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—হে ভগবন্ ! (জ্ঞানাদি-সকলগুণসম্পন্ন !) ময়ি (আমাতে স্থিত) নিত্যাম্ ইমাং ভবদীয়তাং (নিত্য এই যে-সকল তোমার সত্ত্বাস্পদীভূত ধন) স্বয়ং (আমি নিজে) যথা (যেরূপ যথার্থ-

রূপে) অববোধিতবান্ (নিবেদন করিয়াছি), কৃপয়া (দয়া পূর্ব্বক) এবম্ (এই প্রকারে) অনন্যভোগ্যতাং (অন্যজনের ভোগের অযোগ্য) ভক্তিম্ অপি (ভক্তিও) মে প্রযচ্ছ (আমাকে প্রদান কর) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—স্বামীজি ভগবানের নিকট পরমাভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন—হে ভগবন্ ! আমাতে নিত্য এই যে-সকল তোমার সত্ত্বাস্পদীভূত ধন আমি যেমন যথার্থরূপে নিবেদন করিয়াছি, এই প্রকার অন্য জনের ভোগের অযোগ্য ভক্তিও আমাকে সমর্পণ কর। (অথবা —আমাতে নিত্য স্থিত তোমার এই দাস্যভাব তুমি স্বয়ং যেমন আমাকে জানাইয়াছ, সেই প্রকার তোমার সেবার উপযোগী, যাহা অপর জনের ভোগের যোগ্য নহে, পরমপুরুষার্থরূপ তোমার সেই ভক্তিযোগও আমাকে প্রদান কর। কারণ ভক্তি ব্যতীত তোমার সেবা করা সম্ভব নহে, অতএব পরমভক্তি প্রদান কর—এই ভাব।) ॥৫৪॥

তব দাস্যসুখৈক-সঙ্গিনাং,
ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূ-
দপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—হে কেশব ! তব (তোমার) দাস্যসুখৈক-সঙ্গিনাং (দাস্যের অর্থাৎ কৈঙ্কর্য্যের যে সুখ, তাহাতেই একমাত্র সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি যাঁহাদের, তাদৃশ ভক্তজনের) ভবনেষু (গৃহে) মে কীটজন্ম অপি (আমার ক্ষুদ্র কীটজন্মও) অস্তু (হউক, উহাই আমার শ্রেষ্ঠ, তথাপি) ইতরাবসথেষু (ইতর অর্থাৎ তোমার ভক্তিবিরহিত অভক্তজনের 'আবসথেষু'—গৃহে) চতুর্ম্মুখাত্মনা অপি (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তাহার স্বরূপেও) মে জন্ম (আমার জন্ম) মাস্ম ভূৎ (না হউক, এখানে 'ন মাঙ্‌যোগে'—এই প্রতিষেধ বচনে মাস্মযোগে 'অভূৎ' এর অট্ আগমের অভাব হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুভক্তের পাদরেণুর স্পর্শযুক্ত গুল্ম-

লতাদি জন্মও শ্রেষ্ঠ—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে উদ্ধবের বচনে জানা যায়—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্" ইত্যাদি।) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—ইদানীং উত্তর উত্তর জন্মান্তরে বরং ভগবদ্দাস বৈষ্ণব-গৃহে আমার কীট-জন্মও শ্রেষ্ঠ, তথাপি যেন তোমার ভক্তিশূন্য ইতর স্থানে আমার ব্রহ্মজন্মও না হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে কেশব! তোমার দাস্যসুখই যাঁহাদের মুখ্য সঙ্গ, সেই সকল ভক্ত-জনের গৃহেই বারম্বার আমার কীট-জন্ম হউক সেও ভাল, তথাপি তোমার ভক্তিরহিত অভক্তজনের গৃহে যেন আমার ব্রহ্ম-জন্মও না হয় ॥ ৫৫ ॥

সকৃত্ত্বদাকার-বিলোকনাশয়া,
তৃণীকৃতানুত্তম-ভুক্তি-মুক্তিভিঃ।
মহাত্মভি-র্মামবলোক্যতাং নয়,
ক্ষণেঽপি তে যদ্বিরহোঽতিদুঃসহঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়—সকৃৎ (একবার) ত্বদাকার-বিলোকনাশয়া (তোমার যে আকার, অর্থাৎ দিব্যমঙ্গলবিগ্রহ, তাহার দর্শনের ইচ্ছায়), তৃণী-কৃতানুত্তম-ভুক্তি-মুক্তিভিঃ (তৃণীকৃত অর্থাৎ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করা হইয়াছে, অনুত্তম বলিতে অতিশ্রেষ্ঠ ভুক্তি ও মুক্তি যাঁহাদের দ্বারা, তাদৃশ) মহাত্মভিঃ (মহাত্মাদের) মাম্ অবলোক্যতাং নয় (কৃপাদৃষ্টির পাত্র আমাকে করিয়া দাও), যদ্ (যেহেতু) তে বিরহঃ (তোমার বিরহ) ক্ষণে অপি অতি দুঃসহঃ (ক্ষণকালও আমার অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছে), অথবা—'যদ্বিরহ'—যে মহাত্মাদিগের বিরহ, ক্ষণে অপি (ক্ষণকাল মাত্রেও) তে (তোমার পক্ষে) অতি-দুঃসহঃ (অত্যন্ত অসহনীয়)। ইহাতে ভক্তজনের কৃপাকটাক্ষই যে ভগবানের করুণালাভের উপায়—এই ভক্তিসিদ্ধান্তও জ্ঞাপিত হইল।) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—পরম ভাগবতদিগের কৃপাদৃষ্টি আমার প্রতি প্রবর্ত্তিত করাও, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে গোবিন্দ ! যাঁহারা তোমার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের প্রত্যাশায় অতিশ্রেষ্ঠ ভুক্তি-মুক্তিকে তৃণতুল্য করিয়াছেন, সেইসকল মহাত্মাদিগের দৃষ্টিপথে আমাকে প্রাপ্ত করাও, যাঁহাদের ক্ষণকালমাত্র বিরহও তোমার অত্যন্ত দুঃসহ ॥ ৫৬ ॥

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং,
ন চাত্মানং নান্যত্তব কিমপি শেষত্ব-বিভবাৎ ।
বহির্ভূতং নাথ ! ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা,
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন ! বিজ্ঞাপনমিদম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—নাথ ! (হে স্বামিন্ !) তব শেষত্ব-বিভবাৎ বহির্ভূতং (তোমার শেষত্বের বিভব বলিতে মহোৎসব হইতে, অর্থাৎ ভগবদ্দাসত্বরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্) দেহং (শরীরকে) ন সহে (সহ্য করিতে পারি না), প্রাণান্ ন সহে (প্রাণ সকলকে সহ্য করি না), সুখং চ ন নহে (সুখও সহ্য করি না), অশেষাভিলষিতং ন (সমস্ত অভিলাষকে সহ্য করি না), আত্মানং চ ন (এমন কি আত্মাকেও সহ্য করি না), অন্যৎ কিমপি ক্ষণমপি ন (ইহা ছাড়া অন্য কিছুকেই ক্ষণকালের জন্য সহ্য করি না)। এতৎ (এই সকল দেহাদি বস্তু) শতধা (শত প্রকারে বিভিন্ন হইয়া) বিনাশং যাতু (বিনাশ হইয়া যাক্), হে মধুমথন ! (মধু নামক দৈত্যের সংহারক ! মধুহন্তার পক্ষে তো দেহাদির শতধাকরণে কোনই প্রয়াস নাই, এই ভাব), ইদং বিজ্ঞাপনং (এই প্রকার বিজ্ঞাপন) সত্যম্ (সত্য) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকে ইষ্ট প্রাপ্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, সম্প্রতি অনিষ্টনিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছেন—হে সর্ব্বস্বামিন্ ! একমাত্র ভগবানের দাস্যভাবে অবস্থিতিই জীবের স্বরূপ, অতএব এই ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে বহির্ভূত আমার শরীর, প্রাণ, সমস্ত প্রাণী

হইতে অভিলষিত সুখ, এমনকি আত্মা পর্য্যন্ত, অথবা অন্য কোন বস্তু এক ক্ষণকালের নিমিত্তও আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে নাথ! আপনার দাসত্ব হইতে ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত শরীর প্রভৃতি পদার্থ-সকল শত প্রকারে বিভিন্ন হইয়া কেন যাইতেছ না, অর্থাৎ ঐসকল ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিরহিত বস্তুতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। হে মধুমথন! আমার এই সত্য নিবেদন ॥ ৫৭ ॥

দুরন্তস্যানাদে-রপরিহরণীয়স্য মহতো,
বিহীনাচারোঽহং নৃপশু-রশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো! বন্ধো! নিরবধিক-বাৎসল্য-জলধে-
স্তব স্মারং স্মারং গুণগণ-মিতীচ্ছামি গতভীঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়—হে দয়াসিন্ধো! (দয়ার সমুদ্র!) অহং বিহীনাচারঃ (বিগত হইয়াছে আচার অর্থাৎ সদাচার যাহার, অর্থাৎ আমি দুরাচার) নৃ-পশুঃ (মনুষ্যাকৃতি পশু, অর্থাৎ নরপশু), দুরন্তস্য (অন্তহীন) অনাদেঃ (আদিরহিত) অপরিহরণীয়স্য (যাহা পরিহার করিতে অশক্য) মহতঃ অশুভস্য (অধিক অশুভ বলিতে অমঙ্গলের) আস্পদম্ অপি (নিবাস স্থান-স্বরূপ হইলেও, 'আস্পদম্'—ইহা অজহল্লিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ), বন্ধো! (হে পরম-বন্ধো!) নিরবধিক-বাৎসল-জলধেঃ (অপার বাৎসল্য গুণের সমুদ্রস্বরূপ) ভবতঃ (তোমার) গুণগণং (গুণসমূহ) স্মারং স্মারং (বারম্বার স্মরণ করতঃ, ইহা নমুল্-প্রত্যয়ান্ত অব্যয়) গতভীঃ (নির্ভয় হইয়া) ইতি ইচ্ছামি (এই প্রকারে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অর্থাৎ তোমার দাসত্ব প্রার্থনা করিতেছি।) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে আমি আচারহীন, জ্ঞানহীন এবং সকল অশুভের নিবাসস্বরূপ হইয়াও বাৎসল্যসমুদ্রের নিরুপাধিক বন্ধু তোমার গুণসকল স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছি, এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছেন—হে দয়াসিন্ধো! আমি দুরাচার নর-

পণ্ড এবং অন্তহীন অনাদি অপরিহরণীয় মহৎ অমঙ্গলের নিবাসস্থান-স্বরূপ হইয়াও, হে পরমবন্ধো! অপার বাৎসল্য-নিধি তোমার গুণ-সমূহ বারম্বার স্মরণ করতঃ নির্ভয়ে তোমার কৈঙ্কর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥

অনিচ্ছন্নপ্যেবং যদি পুনরপীচ্ছন্নিব রজ-
স্তমশ্ছন্ন-চ্ছদ্ম-স্তুতিবচনভঙ্গী-মরচয়ম্ ।
তথাপীত্থং রূপং বচনমবলম্ব্যাপি কৃপয়া,
ত্বমেবৈবং ভূতং ধরণিধর! মে শিক্ষয় মনঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—হে ধরণীধর! (ভূধর!), এবং যদি (যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমি) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছুক হইয়াও) পুনঃ ইচ্ছন্ ইব (পুনরায় ইচ্ছুকের ন্যায়), রজস্তমশ্ছন্ন-চ্ছদ্ম-স্তুতিবচন-ভঙ্গীম্ (রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা ছন্ন বলিতে আচ্ছাদিত এবং ছদ্ম অর্থাৎ কপটতা-পূর্ণ যে স্তুতিবচনের ভঙ্গিমা অর্থাৎ ভঙ্গীর প্রকার) অরচয়ম্ (রচনা করিয়াছিলাম), তথাপি ইত্থংরূপং বচনং (তথাপি আমার পূর্ব্বোক্ত দোষরূপ বাক্য) অবলম্ব্য অপি (গ্রহণ করিয়াও), কৃপয়া (দয়া করিয়া) ত্বম্ (তুমি) এবম্ভূতং মে মনঃ (এইরূপ গুণবিকল আমার মনকে) শিক্ষয় (শিক্ষা প্রদান কর, অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করাও, এই অর্থ।) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে তুমি দয়া করিয়া আমার মনকে শিক্ষা দাও, এই অভিপ্রায়ে শ্রীহরিকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন—হে ধরণীধর! যদিও আমি অনিচ্ছুক হইয়া ইচ্ছুকের ন্যায় রজঃ ও তমোগুণে মনকে আচ্ছন্ন করতঃ কপটতাপূর্ণ স্তুতিবাক্যের ভঙ্গী রচনা করিয়াছি, তথাপি তুমি ঐ প্রকার দোষরূপ বাক্য অবলম্বন (স্বীকার) করিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঈদৃশ গুণ-বিকল আমার মনকে শিক্ষা করাও, অর্থাৎ সত্ত্বগুণাবলম্বি করাও।) ॥ ৫৯ ॥

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়-স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ,
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্ ।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্য-স্তব পরিজন-স্ত্বদ্গতিরহং,
প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—জগতাং (এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের) ত্বং পিতা (তুমি জনক), ত্বং মাতা (তুমি জননী), ত্বং দয়িত-তনয়ঃ (তুমি দয়িতরূপ তনয়, অর্থাৎ প্রিয়পুত্র). ত্বমেব প্রিয়সুহৃৎ (তুমিই প্রিয়সুহৃৎ), ত্বং মিত্রং (তুমি মিত্র), গুরুঃ অপি (আচার্য্যও তুমি), গতিঃ চ অসি (এবং গতিও তুমি) । অহং (আর আমি) ত্বদীয়ঃ (তোমারই সম্বন্ধান্বিত), তদ্ভৃত্যঃ (তোমার পোষ্য), তব পরিজনঃ (তোমার সেবক) ত্বদ্গতিঃ (তুমিই গতি যাহার, অর্থাৎ তুমিই আমার গতি), প্রপন্নঃ চ (আমি তোমারই শরণাপন্ন, অর্থাৎ আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি) । স তু অহম্ অপি (তুমি এইপ্রকার, আমি কিন্তু) তব এব হি ভরঃ অস্মি (হি—নিশ্চিত, তোমারই 'ভর'—বলিতে ন্যস্তভার, ধারণ-পোষণের দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তুমিই আমার রক্ষক, এই অর্থ ।) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—ভগবানই সর্ব্বপ্রকারে সকলের বন্ধু ইহা বলিতেছেন —হে পদ্মনাভ ! তুমি জগতের পিতা, মাতা, প্রিয় পুত্র, বান্ধব, প্রিয় মিত্র, সদুপদেশক গুরু এবং তুমিই গতি, আর আমিও তোমার সম্বন্ধীয়, তোমার ভৃত্য অর্থাৎ পোষ্য, তোমার পরিজন (সেবক), আর তুমিই আমার গতি এবং আমি তোমারই শরণাপন্ন এবং আমি তোমারই ভার, অতএব ন্যস্তভার আমার জননী-জনক তুল্য তুমিই রক্ষক ॥ ৬০ ॥

জনিত্বাহং বংশে মহতি জগতি খ্যাত-যশসাং,
শুচীনাং যুক্তানাং গুণ-পুরুষ-তত্ত্ব-স্থিতিবিদাম্ ।

নিসর্গাদেব ত্বচ্চরণকমলৈকান্ত-মনসা-
মধোধঃ পাপাত্মা শরণদ ! নিমজ্জামি তমসি ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—শরণদ ! (হে শরণপ্রদাতা হরে !) অহং (আমি অর্থাৎ যামুনাচার্য্য) জগতি খ্যাত-যশসাং (সংসারে ভগবৎকৃপাপাত্র-গণের মধ্যে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিযুক্ত), শুচীনাং (নির্ম্মলান্তঃকরণ), যুক্তানাং (যুক্ত বলিতে আত্মবিদ্যার অনুসন্ধানরূপ যোগমার্গে প্রবৃত্ত), গুণ-পুরুষ-তত্ত্ব-স্থিতিবিদাং (গুণ, পুরুষ এবং তত্ত্বের স্থিতি যাঁহারা জানেন, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির গুণত্রয়, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং ঈশ্বর, পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের স্থিতি-জ্ঞাতা), নিসর্গাৎ এব (স্বভাবতঃই) ত্বচ্চরণকমলৈকান্তমনসাং (তোমার কমলসদৃশ চরণদ্বয়ে 'একান্ত' বলিতে অব্যভিচারী মন যাঁহাদের, তাদৃশ ভক্তগণের) মহতি বংশে (উৎকৃষ্ট কুলে, অর্থাৎ শ্রীমন্নাথ মুনির শ্রেষ্ঠ বংশে) জনিত্বা (জন্মগ্রহণ করতঃ) পাপাত্মা (আমি পাপাত্মা হইয়া) অধঃ অধঃ তমসি (নীচ হইতে অতি নীচে, অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধকাররূপ সংসারে) নিমজ্জামি (আমি নিমজ্জিত হইতেছি, অতএব হে প্রভো ! আমাকে রক্ষা কর—এই ভাব।) ॥৬১

অনুবাদ—হে শরণদ ! হে হরে ! আমি জগতে প্রখ্যাত যশঃ (প্রশস্ত কীর্ত্তি), শুচি (নির্ম্মলান্তঃকরণ), যোগাভ্যাস-নিরত, গুণ, পুরুষ ও তত্ত্বের স্থিতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, এবং স্বভাবতঃ তোমার পাদপদ্মে একান্ত মনোনিবেশকারী ভক্তগণের উৎকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপাত্মা আমি অধোধঃ তমে অর্থাৎ ঘোর অন্ধকাররূপ অজ্ঞান সংসারে নিমগ্ন হইতেছি ॥ ৬১ ॥

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতি-রসূয়াপ্রসবভূঃ,
কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ ।

নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণ-স্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—অমর্য্যাদঃ (আমি শাস্ত্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী), ক্ষুদ্রঃ (তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত) চলমতিঃ (চঞ্চলবুদ্ধি) অসূয়া-প্রসবভূঃ (অসূয়া বলিতে অপরের গুণে দোষারোপিণী দৃষ্টি, তাহার উৎপত্তি স্থান), কৃতঘ্নঃ (যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, তাদৃশ) দুর্ম্মানী (যে নিজেকে মহান্ বলিয়া মনে করে, দুরহঙ্কারী) স্মর-পরবশঃ (ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কামাসক্ত, কামবশীভূত) বঞ্চনপরঃ (পরপ্রতা-রণে নিপুণ), নৃশংসঃ (ক্রূরকর্ম্মা) পাপিষ্ঠঃ (সর্ব্ববিধ পাপাচারী) অহম্ (এরূপ আমি) কথং (কি প্রকারে) অপারাৎ দুঃখজলধেঃ (অপার সংসাররূপ দুঃখসমুদ্র হইতে) উত্তীর্ণঃ (উত্তীর্ণ হইয়া) তব চরণয়োঃ (তোমার চরণযুগলের) পরিচরেয়ম্ (পরিচর্য্যাপর হইব, অর্থাৎ পরিচর্য্যা করিতে পারি, ইহা বিধিলিঙ্ এর উত্তম পুরুষের একবচন) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন ! আমি মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, ক্ষুদ্র, চঞ্চল-বুদ্ধি, অসূয়ার উৎপত্তিস্থান, কৃতঘ্ন, দুরহঙ্কারী, কাম-বশীভূত, বঞ্চন-পর, নৃশংস, এবং পাপিষ্ঠ, ঈদৃশ আমি কি প্রকারে অপার দুঃখ সমুদ্র অর্থাৎ অনন্ত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চরণদ্বয়ের পরিচর্য্যাপর হইব, অর্থাৎ কি প্রকারে তোমার সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি ॥ ৬২ ॥

রঘুবর ! যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য,
প্রণত ইতি দয়ালু র্যস্য চৈদ্যস্য কৃষ্ণ !
প্রতিভবমপরাদ্ধু র্মুগ্ধ সায়ুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগ-স্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়—হে রঘুবর ! (রঘুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র !) যৎ ত্বম্ তাদৃশঃ অভূঃ ('যৎ' শব্দ এখানে 'ইতি' অর্থে অব্যয়, অর্থাৎ যে তুমি এতাদৃশ) তাদৃশঃ বায়সস্য (সেইরূপ কাকের, এখানে তাদৃক্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। কাকবেশধারী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত, জগজ্জননী সীতাদেবীর প্রতি মহাপরাধ করিলেও) প্রণতঃ ইতি ('এ ব্যক্তি আমার শরণাগত'—এই হেতু) দয়ালুঃ (তাহার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলে)। হে মুগ্ধ কৃষ্ণ ! (হে সুন্দর কৃষ্ণ !) যস্য (যে তোমার প্রতি) প্রতি-ভবম্ (প্রতিজন্মে, অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল ও দন্তবক্র ইত্যাদিরূপে প্রতি জন্মে) অপরাদ্ধুঃ চৈদ্যস্য (অপরাধকারী চৈদ্যের) সাযুজ্যদঃ অভূঃ (মোক্ষপ্রদায়ক হইয়াছিলে), তস্য তে (সেই তোমার) ক্ষমায়াঃ অপদং (ক্ষমার অযোগ্য) আগঃ (অপরাধ) কিম্ অস্তি (কি আছে) বদ (তাহা তুমিই বল, অর্থাৎ শিশুপালেরও মোক্ষপ্রদায়ক তুমি আমার অপরাধ কিজন্য ক্ষমা করিবে না ?—এই ভাব।) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—হে রঘুবর ! যে তুমি তাদৃশ দয়ালু, তাদৃশ মহা-পরাধী কাকের প্রণামে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলে এবং হে কৃষ্ণ ! হে সুন্দর ! যে তোমার প্রতি প্রতিজন্মে (অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, এবং শিশুপাল দন্তবক্রাদি-রূপে) অপরাধকারী শিশুপালের যখন সাযুজ্য মুক্তিপ্রদায়ক হইলে, তখন তোমার ক্ষমার অপদ (অর্থাৎ অস্থান) এবং অপরাধ কি আছে, তাহা তুমিই বল ॥ ৬৩ ॥

ননু প্রযত্নঃ সকৃদেব নাথ !
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ ।
তবানুকম্প্যঃ স্মরতঃ প্রতিজ্ঞাং,
মদেকবর্জ্জং কিমিদং ব্রতং তে ? ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—নাথ ! (হে স্বামিন্ !) তব অহম্ অস্মি (আমি তোমার দাস) ইতি চ যাচমানঃ (এইরূপ প্রার্থনা করিয়া) সকৃৎ এব (একবার মাত্র) প্রযত্নঃ ননু (যে ব্যক্তি শরণাগত হয়) প্রতিজ্ঞাং স্মরতঃ (তোমার নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীরামায়ণে বিভীষণের রক্ষণসময়ে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥" —অর্থাৎ তোমার আমি দাস হইলাম, এইরূপ একবারমাত্র বলিয়া যে আমার শরণাগত হয়, তাহাকে আমি সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহা আমার ব্রত—এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া) তব অনুকম্প্যঃ (সে ব্যক্তি তোমার অনুকম্পার পাত্র)। ইতি (এইরূপ হইলে) মদেকবর্জ্জং (একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া, বাদ দিয়া) ইদং তে ব্রতং কিম্ ? (তোমার এই ব্রত অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হইয়াছে কি ?) ॥ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে নাথ ! তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, অর্থাৎ "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম"—ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক আমি তোমার দাস এই বলিয়া যে ব্যক্তি একবারমাত্র শরণাগত হয়, সেও তোমার দয়ার পাত্র হইয়া থাকে, কেবল আমাকে বর্জ্জন করিয়াই কি তোমার এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে ? (অর্থাৎ সকল শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া কেবল আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উপযুক্ত নহে।) ॥৪৪॥

অকৃত্রিম ! ত্বচ্চরণারবিন্দে,
প্রেমপ্রকর্ষাবধি-মাত্মবন্তম্ ।
পিতামহং নাথমুনিং বিলোক্য,
প্রসীদ মদ্বৃত্তমচিন্তয়িত্বা ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—(তোমার ভক্তের দাস বলিয়াও আমার উপর কৃপা কর, এই প্রার্থনা করিতেছেন)—হে অকৃত্রিম ! (হে নিষ্কপট !)

ত্বচ্চরণারবিন্দে (তোমার কমলসদৃশ পাদযুগলে) প্রেমপ্রকর্ষাবধিং (স্বাভাবিক প্রেমের যে উৎকর্ষ, তাহার চরম সীমাস্বরূপ) আত্মবন্তং (যিনি আত্মস্বরূপ যথার্থরূপে জানেন, অর্থাৎ জ্ঞানী) পিতামহং (জন্মগত এবং শিক্ষাগত আমার পিতামহ) নাথমুনিং (শ্রীমন্নাথমুনি স্বামীজিকে) বিলোক্য (দেখিয়া, অর্থাৎ তাঁহার দিকে চাহিয়া) মদ্বৃত্তং (আমার আচরণ, দোষ, চরিত্র) অচিন্তয়িত্বা (বিচার না করিয়া) প্রসীদ (আমার প্রতি প্রসন্ন হও।) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—হে অকৃত্রিম ! তোমার চরণারবিন্দে প্রেমপ্রকর্ষের অবধি-প্রাপ্ত এবং আত্মবান্ অর্থাৎ জ্ঞানী আমার পিতামহ নাথ মুনির প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আমার চরিত্রের বিচার না করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। (এই শ্লোকে শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী আচার্য্যনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দিগ্দর্শন করিলেন।) ॥ ৬৫ ॥

যৎপাদাম্ভোরুহধ্যান-বিধ্বস্তাশেষকল্মষঃ।
বস্তুতামুপযাতোঽহং যামুনেয়ং নমামি তম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—(এই শ্লোক শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বামীজির কথন)—যৎপাদাম্ভোরুহ-ধ্যান-বিধ্বস্তাশেষ-কল্মষঃ (যাঁহার পাদকমলের ধ্যানের দ্বারা বিধ্বস্ত অর্থাৎ বিনাশিত হইয়াছে সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ পাপরাশি যাহার, তাদৃশ) বস্তুতাম্ উপযাতঃ (প্রিয়তমত্ব, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের নিত্যসেবা প্রাপ্ত হইয়াছি) অহং (সেই আমি) যামুনেয়ং (যামুনাচার্য্যকে) নমামি (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি) ॥৬৬॥

অনুবাদ—ইদানীং যামুনমুনিকে পুনর্ব্বার নমস্কারপূর্ব্বক বলিতেছেন—আমি যাঁহার চরণকমলের ধ্যানদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া প্রিয়তমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই যামুনাচার্য্যকে নমস্কার করি ॥ ৬৬ ॥

॥ ইতি শ্রীআলমন্দারু যামুনাচার্য্যরচিতং স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

॥ ইতি আলবন্দার-স্তোত্ররত্নম্ সম্পূর্ণম্ ॥